আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব এর পোষ্ট মর্টেম

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

2015

আঞ্জুমানে উলামায়ে আহনাফ

‘আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব’ এর পোষ্ট মর্টেম

মুহাম্মমাদ আব্দুল আলিম

অঞ্জুমানে উলামায়ে আহনাফ, ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

AMEEN PRASANGE MITHACHARER JAWAB ER POST PORTEM,

WRITTEN BY: MUHAMMAD ABDUL ALIM

প্রকাশনায়ঃ
আল রহরা প্রকাশনী
প্রকাশক
হাজফয মুহাম্মাদ ওবাইদুল্লাহ
ইলামবাজার, বাগোলবাটী, বীরভূম
রমাবাইলঃ+৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

উৎসর্গ
ফারহান আখতার আল নুমান এর উদ্দেশ্যে

প্রকাশকালঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

মূল্যঃ ৪০ টাকা মাত্র

Al Farqus Sharih Baina Tahajjud Wat Tarabih, Written By Muhammad Abdul Alim, 1st Edition 1st December 2015, Published by Al Hera Publication, Ilambazar, Bagolbati, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs. 40/- (Fourty Rupise Only)

'আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব' এর পোষ্ট মর্টেম

'আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব' বইয়ের মধ্যে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের 'পবিত্র কুরআন এবং বিশুধ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হানাফীদের নামাজ়', মুফতী শামসুর রহমান কাসেমী সাহেবের 'হাদীস আহলে হাদীস ও হানাফী মাযহাব', 'দালায়েলুল মুকাল্লিদিন' বইয়ের জবাব দিতে গিয়ে মি রাহুল মুজতাহিদ লিখেছে, " 'হানাফীদের নামাজ ৯৩ পৃঃ, 'হাদীস আহলে হাদীস ও হানাফী মাযহাব ৮২ পৃঃ, দালায়েলুল মুকাল্লিদিন ১/৪০ পৃষ্ঠার ৭ নং দলীল-

(ক) তোমার স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো কাকুতি মিনতি করে ও সংগোপনে (সুরা আরাফ ৭/৫৫)।
(খ) যখন সে ডাকলো তার প্রতিপালককে অনুচ্চস্বরে (সুরা মরিয়ম ১৯/৩)
(গ) আতা বলেন, "আমীন দুয়া" (বুখারী বাব ১১১)

কাসেমী সাহেবের মন্তব্যঃ- আমীন শব্দটি দুআ। দুআর ব্যাপারে আল্লাহ (সুব) মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে দুআ অনুচ্চস্বরে বলা উত্তম। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য আমীন অনুচ্চস্বরেই বলা উত্তম (হানাফীদের নামাজ, ৯৩ পৃষ্ঠা)।

হানাফীদের এই দলীলকে খণ্ডন করতে গিয়ে মি রাহুল মুজতাহিদ লিখেছে, "মাসআলা যখন মাযহাবীদের মতের বিপক্ষে যায় তখন বশীর হাসান কাসেমী সাহেব এবং শামসুর রহমান কাসেমী সাহেবর মত মাযহাবী নামধারী মুফতী সাহেবরা মাসালাটি তাদের পক্ষে আনার জন্য হয় ইবারতের (হাদীসের) কিছু অংশ টেনে আনবে, নতুবা শব্দ পরিবর্তন করবে, নতুবা শব্দ উলটো পালটা করবে, অক্ষর আমদানী করবে, না হয় অক্ষর কমিয়ে দেবে।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১২)

এর প্রমান পেশ করতে গিয়ে মি রাহুল মুজতাহিদ প্রথম জবাবে লিখেছে,

“প্রথম জবাবঃ-হানাফী মাযহাবী মুকাল্লিদের কাছে কুরআন ও হাদীস থেকে মযবুত দলীল নেই যে, আমীন দুআ। কাসেমী সাহেব যে দলীল পেশ করেছেন সেটা হযরত আতা তাবেয়ীর কথা আমীন দুয়া হযরত আতা (রহঃ) কথার উপর গেড়ে বসে কাসেমী সাহেব প্রমান করার চেষ্ঠা করেছেন আমীন নিচু স্বরে বলতে হবে। কিন্ত বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের মনের আশা পূর্ণ হলো না কারণ একটি মুর্খ ব্যাক্তি কুরআনের সুরা নিসা ৪/৪৩ আয়াতটির অর্ধেক পড়ে একটি মনগড়া ফতোয়া দিলো যে, স্বলাতের ধারে কাছেও যেও না। কিন্তু তার পরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্বলাতের কাছেও এসো না। বশীর হাসান কাসেমী সাহেব হানাফীদের নামায বই-এর লেখক ঠিক তেমনই করেছেন। কারণ এটা ছাড়া আর তাদের কোন উপায় নেয়। তাদের মাযহাবে যে ফাটল ধরেছে। দেখুন নিরপেক্ষ পাঠন ভাই ও বোনেরা কেউ যদি আপনার বাড়ি থেকে একটি গরু চুরি করে আপনি তাকে কি বলে ডাকবেন। নিশ্চয় তাকে সাধু পুরুষ বলবেন না। তাকে চোর বা ডাকাত বলবেন। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কি চোর? তাহলে আপনি বলবেন, গরু চোর তাই নয় কী? এবার বলুন কেউ যদি একটি বড় হাদীস থেকে এক টুকরো চুরি করে দলীল নিয়ে মাসআলা প্রমান করার চেষ্ঠা করে তাকে কি চোর বলবেন? আমি তো তাকে হাদীস চোর বলবো। এবার দেখুন কাসেমী সাহেব হাদীস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো।

হযরত আতা (রহঃ) যে হাদীসে বলেছেন, আমীন একটি দুআ ঠিক তার পরে উক্ত হাদীসের মধ্যে বলেছেন দুআটি কিন্তু জোরে জোরে বলতে হবে। দেখুন মূল আরবী ইবারতটি-

(আরবী ইবারত)

অর্থঃ আতা (রহঃ) বলেন, ‘আমীন’ একটি দুয়া। ইবনে যুবাইর এবং তার পিছনে যারা স্বলাত পড়েছিলেন তারা এমন জোরে বললেন যে, মসজিদ কম্পিত হয়ে উঠল। (বুখারী হাঃ ৭৮০ এর অনুচ্ছেদ বা-১১১)।

পাঠকগন এবার দেখলেন তো চোর কিভাবে ধরা পড়লো। বশীর হাসান কাসেমী হাসেব ভেবেছিল ফাঁকা মাঠে গোল দিবেন। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না। অথচ তিনি হাদীস চোর সাব্যস্ত হল। কাসেমী সাহেবের চরিত্রটা ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের মত কারণ তারা আল্লাহ (সুব) অহীর

অর্ধেক বলতো আর অর্ধেক বাদ দিয়ে দিতো (সুরা মায়েদা ৫/১৫)। যেমন কাসেমী সাহেব আতা (রহঃ) এর হাদীসটির ব্যাপারে করেছেন।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১২,১৩,১৪)

আমাদের জবাবঃ

প্রথম জবাবঃ- এখানে মি রাহুল (আইলা মুজতাহিদ) লিখেছে যে, "হানাফী মাযহাবী মুকাল্লিদের কাছে কুরআন ও হাদীস থেকে মযবুত দলীল নেই যে, আমীন দুআ।" এই কথাটি তার ষোল আনাই মিথ্যা। কেননা তার কুরআন এবং হাদীস সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। যদি থাকত তাহলে সে আবালের মতো কথা বলতো না। কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে প্রমানিত যে আমীন হল একধরনে দুয়া।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহিদ) তাহলে দেখ কুরআন শরীফে 'আমীন'কে দুয়া বলা হয়েছে কি না।

কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে দুআ কর বিনয়চিত্তে ও গোপনভাবে; নিশ্চয় তিনি সীমা লঙঘন কারীদের ভালবাসেন না।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তফসীরে ইবনে কাসীর' এর মধ্যে আছে, "আল্লাহপাক স্বীয় বান্দাদেরকে প্রার্থনা করার নিয়ম নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার মুক্তি লাভের কারণ। তিনি বলেনঃ তোমরা অত্যান্ত আন্তরিকতার সাথে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর। যেমন তিনি বলেনঃ 'প্রভূকে স্বীয় অন্তরে স্মরণ কর।' জনগন উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের নফসের উপর দয়া কর। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। তোমরা যাঁর নিকট প্রার্থনা করছো তিনি নিকটেই রয়েছেন এবং সবকিছু শুনছেন।" অত্যান্ত কাকুতি মিনতি এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দুআ করবে। খুবই নত হয়ে সংগোপনে প্রার্থনা জানাবে এবং আল্লাহর একত্ববাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে। বাগাড়ম্বর করে উচ্চ স্বরে দুআ করা উচিৎ নয়। রিয়াকারী থেকে বাঁচবার জন্যে পূর্বকালের লোকেরা কুরআনের হাফিয হওয়া সত্ত্বেও জনগন ঘুণাক্ষরেও তাঁদের হাফিয হওয়ার কথা জানতে পারত না। তাঁরা রাত্রে নিজ নিজ ঘরে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়তেন এবং তাঁদের টেরই পেতো না। কিন্তু আজকাল আমরা এধরণের

লোক দেখতে পাই যে, সংগোপনে ইবাদত করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সদা সর্বদা প্রকাশ্যভাবে ইবাদত করে থাকে। পূর্ব যুগের মুসলমানরা যখন দুআ করতেন তখন শুধু ফিসফিস শব্দ ছাড়া তাঁদের মুখ থেকে কোন শব্দ শোনা যেত না। কেননা আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রভূকে ডাকো।’ আল্লাহপাক তাঁর এক মনোনীত বান্দার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, স্বীয় প্রভূকে ডাকতো তখন খুবই উচ্চস্বরে ডাকতো। শব্দকে উচ্চ করা অত্যান্ত অপছন্দনীয়।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাজসাস (মৃত্যু ৩৭০হিজরী) স্বীয় আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেছেন, “উক্ত আয়াত ও আমাদের পুর্বোক্ত হাদীস সমূহ এ কথার দলীল যে, দুআ নিম্ন স্বরে কর্‌টা উচ্চস্বরে করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, গোপ ভাবে দুআ করা মানে নিম্নস্বরে দুআ করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বিসরী (রহঃ) হতে এটা বর্ণিত আছে। আর এতে একথার মাসআলারও দলীল নিহীত আছে যে, নামাযে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পর আমীন নিম্নস্বরে বলাটা উচ্চস্বরে বলা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এটা দুয়া আর আমীন বলার দুআর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দলীল হল, (১১ পারার সুরা ইউনুস ৮৯ নং আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, “তোমাদের দুজনের দুআ কবুল করা হয়েছে।” এর ব্যাখ্যায় নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ মুসা নবী দুয়া করেছিলেন আর হারুন নবী আমীন বলেছিলেন । এক্ষেত্রে আল্লাহ উভয়কে দুআ প্রার্থনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।” (আহকামুল কুরআন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪)

এখানে স্পষ্ট ভাষায় মহান আল্লাহ পাক হারুন (আঃ) এর আমীনকেও দুআ বলেছেন। তাহলে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) দেখলে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে আমীন দুআ। আল্লাহ পাক হারুন (আঃ) এর আমীনকেও দুআ বলে গন্য করেছেন।

কুরআন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় আমীনকে দুআ বলা হয়েছে। আমি মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ)কে উদাত্ত কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমান করতে পারবে যে আমীন দুআ নয়। তুমি কি আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবে? কলেজায় দম থাকলে এগিয়ে এসো। জোরালো কণ্ঠে তোমাকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি হিম্মৎ থাকে তাহলে আমার

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহন করবে। আর যদি হিম্মৎ না থাকে তাহলে ইঁদুরের মতো গর্তে ঢুকে। যেমন তো্মার রুহানী আব্বাজানরা (আব্দুল্লাহ সালাফী, আনওয়ার ফাইযী, শামসুজ্জোহা সালাফী) আসাম ও দিনাজপুরের মুনাযারায় হেরে এখন বিলে ঢুকে পড়েছে।

ইমাম রাযীর বক্তব্যঃ

ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) একজন শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম ছিলেন এবং তিনি বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরের ইমাম ছিলেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ‘তাফসীরে কাবীর’ একটি কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। সেই ‘তাফসীরে কাবীর’ এর মধ্য ইমাম রাযী (রহঃ) বলেছেন যে, তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও নামাযে ‘আমীন’ বলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের উপর ফতোয়া দিতেন। এই প্রসঙ্গে ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযীর বক্তব্য যে এই ‘আমীন’ বলার মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার ফতোয়ার সমর্থনে কুরআনের আয়াত রয়েছে। (দেখুন, তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৩৭)

ইমাম রাযী (রহঃ) যা লিখেছেন তা হল,
“ক্বালা আবু হানীফাতা রাহমাহুল্লাহ ইখফাউত্তামীন আফজাল, ওয়াকালা শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ইলানাহু আফজাল। ওয়াআখতাজ্জা আবু হানীফাতা আলা সিহহাত কাওলিহি ক্বালা ফি কাওলিহি আমীন ওয়াজাহাঃ আহদাহা-আন্নাহু দুআউন, ওয়াসানী আন্নাহু মিন আসমাইল্লাহি, ফা ইন কানা দুআ ওয়াজাবা ইখফাউহুল কুলুহু তাআলা (উদুউ রাব্বাকুম তাযাররুয়া খুফিয়া) ওয়া ইন কা ইসমাউ আসমাউল্লাহি তাআলা ওয়াজাবা ইখফাউহুল কুলুহু তাআলা (ওয়াজকা রাব্বাকা ফি নাফসিকা তাযাররুআ খুফিয়া) ফা ইললাম ইয়াসবুতিল উজুবু ফালা আক্বাললা মিনাল নাদবিয়া ওয়া নাহনু বিহাযাল কাওলিল নকুল।”

অর্থাৎ- “ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর যে মাসলাক রয়েছে। এই মাসলাকে দলীল দেওয়ার জন্য দুইভাবে কথা বলা যেতে পারে। ১) এটা হল দুআ, ২) এটা হল আল্লাহর নাম। যদি আমীনকে বলা যায় তাহলে এটাকে নিম্নস্বরে পড়া ওয়াজীব কারণ আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, “তোমরা আল্লাহকে ডাকো নিম্নস্বরে।” আর যদি এটাকে আল্লাহর নাম ধরা হয় তাহলেও এটাকে

নিম্নস্বরে পড়া উচিৎ কারণ আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর যিকির তোমরা নিম্নস্বরে কর" কম করে এর দরজা তো ওয়াজীবের দরজা রয়েছে। আর যদি ওয়াজীব না হয় তাহলে উত্তম তো বটেই। আমি শাফিয়ী হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিই। কেননা, নিম্নস্বরে 'আমীন' বলার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার সমর্থন কুরআন শরীফ করছে।" (তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৩৭)

এইবার মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) কুরআন শরীফে তো স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে আমীন নিম্নস্বরে বলতে হবে। তুমি লিখেছ যে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী নাকি কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন যা এর আগে কোন তাফসীর রচয়িতা ঐ ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু মুফতী সাহেব তিনি যা লিখেছেন, সেই কথাই তো ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযীও লিখেছেন। তাহলে মুফতী সাহেবের কথা মনগড়া হল কি করে?

আসলে তোমাদের আহলে হাদীস মতবাদটা পুরোটাই হল জালিয়াত সম্প্রদায়। হানাফী মাযহাবের যে কোন মাসআলা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে থাকলেও তোমরা মানতে চাও না। আর তোমাদের মাসআলা কোন হাদীস গ্রন্থে না থাকলেও সেটাকে মানতে শুরু করে দাও। হানাফীদের যে কোন দলীল কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে থাকলে সেটাকে তোমরা মায়ের দুধ মনে করে হজম করে দাও।

মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের দলীল খণ্ডন করতে গিয়ে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে, "কাসেমী সাহেব যে দলীল পেশ করেছেন সেটা হযরত আতা তাবেয়ীর কথা আমীন দুয়া হযরত আতা (রহঃ) কথার উপর গেড়ে বসে কাসেমী সাহেব প্রমান করার চেষ্ঠা করেছেন আমীন নিচু স্বরে বলতে হবে।

এর উত্তরে আমি বলব, হযরত আতা (রহঃ) পরিস্কার ভাষায় বলেছেন, 'আমীন হল দুআ' কিন্তু মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) সেই দলীল খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত আতা (রহঃ) এর বক্তব্যকে অস্বীকার করেছে। তার দাবী অনুযায়ী এটা হল আতা তাবেয়ীর বক্তব্য। এটা কোন হাদীস নয়। এই কথাটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কেননা উসুলে হাদীসের তাবেয়ীনদের কথাকেও হাদীস বলা

বলা হয়। তাবেয়ীনদের বর্ণিত হাদীসকে উসুলে হাদীসের পরিভাষায় ‘মাকতু’ হাদীস বলা হয়। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, “পূর্ববর্তী মনীষীগণ সাহাবী ও তাবেয়ী এবং তাবা তাবায়ীদের কথা ও কাজ এবং ফতওয়াসমূহকেও হাদীস নামে অভিহিত করতেন।” (তাওযীহুন নাযার ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার ৯৩ পৃষ্ঠা) তোমাদের মহামান্য আইনুল বারী সাহেবও ‘হাদীসের ইতিবৃত্ত’ নামক পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় তাবেয়ীনদের কথা ও কাজ এবং ফতওয়াসমূহকে হাদী বলেছেন।

তাহলে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব আতা তাবেয়ী (রহঃ) এর কথার (হাদীসের) উপর গেড়ে বসে কেন প্রমান করার চেষ্ঠা করবেন না যে আমীন নিম্নস্বরে বলতে হবে। আর আতা (রহঃ) এর এই ‘মাকতু’ হাদীস তো বুখারী শরীফের মধ্য রয়েছে।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমি জালিয়াতি করে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবকে হাদীস চোর প্রমান করার জন্য লিখেছ, “হযরত আতা (রহঃ) যে হাদীসে বলেছেন, আমীন একটি দুআ ঠিক তার পরে উক্ত হাদীসের মধ্যে বলেছেন দুআটি কিন্তু জোরে জোরে বলতে হবে।” অর্থাৎ তুমি পরিস্কার বলেছ যে উক্ত হাদীসে দুআটি অর্থাৎ আমীন জোরে জোরে বলতে হবে। কিন্তু বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসে জোরে জোরে শব্দটিই নেই। তাহলে তুমি উক্ত হাদীসের কোন আরবী শব্দের অনুবাদ জোরে জোরে করেছ। এটা কি তোমার জালিয়াতির নিকৃষ্ট নমূনা নয়? হয় তুমি প্রমাণ কর বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসে ‘জোরে’ শব্দটি আছে না হয় তুমি স্বীকার কর যে তুমি হাদীসের উপর নিজের মনগড়া কথাকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের ঠুনকো আহলে হাদীস (খবীস) মাযহাবকে ডুববার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছ।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমিই তো লিখেছ, “মাসআলা যখন মাযহাবীদের মতের বিপক্ষে যায় তখন বশীর হাসান কাসেমী সাহেব এবং শামসুর রহমান কাসেমী সাহেবর মত মাযহাবী নামধারী মুফতী সাহেবরা মাসালাটি তাদের পক্ষে আনার জন্য হয় ইবারতের (হাদীসের) কিছু অংশ টেনে আনবে, নতুবা শব্দ পরিবর্তন করবে, নতুবা শব্দ উলটো পালটা করবে, অক্ষর আমদানী করবে, না হয় অক্ষর কমিয়ে দেবে।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১২)

তাহলে তুমি হাদীসের মধ্যে 'জোরে জোরে' শব্দটি ঢুকিয়ে দিয়ে ইবারতের (হাদীসের) কিছু অংশ টেনে এনে, শব্দ পরিবর্তন করে শব্দ উলটো পালটা করে, অক্ষর আমদানী করে, অক্ষর কমিয়ে দিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদকে প্রমাণ করার চেষ্ঠা করনি? তুমিই না মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবকে একটি উদাহারণ দিয়ে হাদীস চোর বলে গালিগালাজ করেছ? তাহলে দেখি আসল হাদীস চোর কে? তুমিই বলেছ, ''কাসেমী সাহেব হাদীস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো।'' এবং বলেছ যে মুফতী সাহেব পুরো হাদীসটা নকল করেন নি। তাহলে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমি কি পুরো হাদীসটা নকল করেছ? তুমিও তো পুরো হাদীসটা নকল কর নি। অর্ধেকটা করেছ। তুমি শুধু ''আতা (রহঃ) বলেন, 'আমীন' একটি দুয়া। ইবনে যুবাইর এবং তার পিছনে যারা স্বলাত পড়েছিলেন তারা এমন জোরে বললেন যে, মসজিদ কম্পিত হয়ে উঠল।'' অংশটুকু অনুবাদ করেছ। বাকিটুকু করনি। কেন? কিসের জন্য? ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে উক্ত হাদীসের পুরো অনুবাদটুকু এইভাবে করেছে। অনুবাদটি হল,

''আতা (রঃ) বলেন, 'আমীন' হল দু'আ। তিনি আরও বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ও তাঁর পিছনে মুসল্লীগন এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে গুমগুম আওয়াজ হতো। আবু হুরাইরা (রা.) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে 'আমীন' বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাফি (রঃ) বলেন, ইবন উমর (রা.) কখনই 'আমীন' বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছি।'' (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১২০,১২১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপা)

এইখানে পুরো হাদীসটা দেওয়া রয়েছে। পাঠকগন লক্ষ্য করুন এই হাদীসের অনুবাদ করেছেন আহলে হাদীস আলেমরা। কিন্তু এইখানে কোথাও বলা হয়নি যে জোরে 'আমীন' বলতে হবে। এটা তো মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) নিজে থেকে হাদীসের মধ্যে ভরে দিয়েছে অবৈধ স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য।

বশীর হাসান কাসেমী সাহেবকে হাদীস চোর বলে গালিগালাজকারী মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ)ও হাদীসটাকে পুরো নকল করেনি। মি রাহুল বাবু তুমি লিখেছ, ''কাসেমী সাহেবের চরিত্রটা ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের মত কারণ তারা আল্লাহ (সুব) অহীর অর্ধেক বলতো আর অর্ধেক

বাদ দিয়ে দিতো (সুরা মায়েদা ৫/১৫)। যেমন কাসেমী সাহেব আতা (রহঃ) এর হাদীসটির ব্যাপারে করেছেন।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১২,১৩,১৪)

তাহলে রাহুল তোমার চরিত্রটাও তো ইহুদী খ্রীষ্টানদের থেকেও আরও জঘন্য ইবলিশী চরিত্র। তুমিও তো পুরো হাদীস নকল করনি। মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) নিজে চোর হয়ে অপরকে চোর সাজাবার চেষ্টা করেছে। একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা।

এখন আমি বলি কেন মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব পুরো হাদীস নকল করেননি। কারণ, হাদীসের প্রথমেই যে বলা হয়েছে, "ক্বালা আতা আমীন দুআউন" অর্থাৎ আতা বলেন, আমীন হল দুআ। এই অংশটি পুরো হাদীসের মূল অংশ নয়। এটা হল হযরত আতা (রহঃ) এর বক্তব্য। অর্থাৎ এটা হল 'মাকতু' হাদীস। আর বাকি অংশে যে বলা হয়েছে, "তিনি আরও বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ও তাঁর পিছনে মুসল্লীগন এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে গুমগুম আওয়াজ হতো। আবু হুরাইরা (রা.) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে 'আমীন' বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাফি (রঃ) বলেন, ইবন উমর (রা.) কখনই 'আমীন' বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছি।" এই অংশটি হল সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এর আমল। তাই এই হাদীসটা হল 'মাওকুফ' হাদীস। উসুলে হাদীসের পরিভাষায় সাহাবীদের কথা ও কাজ এবং ফতোয়াকে 'মাওকুফ' হাদীস বলা হয়। তাই বুখারী শরীফের উক্ত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এর বিবরণটি হল 'মাওকুফ' হাদীস। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি এর কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। ইমাম আব্দুর রযযাক (রহঃ) তাঁর স্বীয় 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর মধ্যে এই হাদীসের সনদ রয়েছে। যার একজন রাবী বা বর্ণনাকারী ইবনে যুরাইযের জন্য রিজালবিদরা বলেছেন যে তিনি ৯০ জন মেয়ে সঙ্গে মুতা করেছেন। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠা) সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের উক্ত ঘটনা অগ্রহনযোগ্য। এই অগ্রহনযোগ্যতার জন্যই মুফতী বশীর সাহেব হাদীসটি পুরো নকল করেন নি। আর ইমাম আতা (রহঃ) এর বক্তব্যটি এইজন্যই নকল করেছেন যে যেহেতু ইমাম আতা (রহঃ) এর বক্তব্য হাদীসের মূল অংশ নয়। সেটা ইমাম আতা তাবেয়ীর

বক্তব্য। আর বশীর হাসান কাসেমী সাহেব ‘আমীন’ যে দুআ তা প্রমাণ করার জন্যই ইমাম আতা (রহঃ) এর বক্তব্যকে নকল করেছেন।

মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের ‘পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হানাফীদের নামাজ়’ বইয়ের জবাব দিতে গিয়ে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে,

দ্বিতীয় জবাবঃ-পাঠকগণ কাসেমী সাহেব উদ্ধৃতি দিয়েছেন বুখারী বাব ১১১, হাদীসটি বুখারীতে থাকলেও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কোন সনদ বর্ণনা করেন নি। এই হাদীসটি মূলত যে কিতাবে আছে সেটা হল মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাঃ ২৬৪০। এই হাদীসের মধ্যে একজন রাবী আছে ‘ইবনে যুরাইয়েয’ যিনি জীবনে ৯০ জন মেয়ের সঙ্গে মুতা বিবাহ করেছেন। (তাযকিরাতুল হুফফায ১/১২৮ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং আবুল ইবনে যুরায়েয-এর উক্ত ঘটনা গ্রহনযোগ্য নয়। পাঠকগন এই উক্তিটি কিন্তু আমার নয় এই উক্তি করেছেন ‘হাদীস আহলে হাদীস হানাফী মাযহাব’ বই এর লেখক। শামসুর রহমান কাসেমী সাহেব তার বই-এর ৮৫ পৃষ্ঠায়।

নোটঃ দেখুন বশীর হাসান কাসেমী সাহেব আপনি আগে আপনার মাযহাবের আলেমদের অর্থাৎ শামসুর রহমান কাসেমী সাহেবের সঙ্গে বসুন মুনাযারা করতে, আপনি যে দলীল দিয়েছেন, ‘আমীন’ একটি দুআ এই হাদীসটি সহীহ না যঈফ তারপর আমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবেন।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৪)

আমাদের জবাবঃ

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমি আকাল কা আন্ধা না হলে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবকে পরামর্শ দিতে না যে একে অপরের সঙ্গে মুনাযারা করার জন্য। আমি আগেই বলেছি যে উক্ত হাদীসটি যে মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাযযাক গ্রন্থে রয়েছে তা যয়ীফ হওয়ার জন্যই মুফতী বশীর হাসান কাসেমী তার বইয়ের মধ্য নকল করেন নি। তিনি জানতেন যে এই হাদীসে একজন রাবী রয়েছে ইবনে যুরাইয যিনি জীবনে ৯০ জন মেয়ের সঙ্গে মুতা বিবাহ করেছেন।

এবং ‘তাকরীব’ কিতাবে লেখা আছে, যে ইবনে যুরায়েয রাত্রে ঘুমোবার সময় পাছায় তেল লাগিয়ে ঘুমাতো সহবাসের ক্ষমতা অর্জন করার জন্য। আর মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব ইমাম আতা (রহঃ) এর বক্তব্য যে নকল করেছেন সেটা হাদীসের মূল অংশ নয়। বশীর সাহেব এইটুকুই প্রমান করতে চেয়েছেন যে, ‘আমীন’ হল দুয়া। আর কুরআনে আছে আল্লাহ দুআ নিম্নস্বরে করতে বলেছেন।

হাদীসের বাকি অংশটুকু আমরা এইজন্য আমল করিনা কারণ সেই হাদীসের রাবী ইবনে যুরাইয যিনি জীবনে ৯০ জন মেয়ের সঙ্গে মুতা বিবাহ করেছেন। এবং রাত্রে ঘুমোবার সময় পাছায় তেল লাগিয়ে ঘুমাতো সহবাসের ক্ষমতা অর্জন করার জন্য। বরং তোমরাই সেই হাদীসের উপর আমল করে থাক কারন তোমাদের প্রত্যেক কর্ণধাররাই হল ইবনে যুরাইযের ক্যাটাগরির লোক। কেননা তোমাদের আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ তো লিখেই দিয়েছেন, “মুতা কুরআন শরীফের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।” (নজলুল আবরার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪)

তিনি আরও লিখেছেন, “এবং ঠিক সেরকম আমাদের কিছু সাথী মুতা বিবাহকে জায়েয বলেছেন যদিও তা শরীয়াতে প্রমাণিত এবং জায়েয ছিল। যেমন আল্লাহ তাবারক তাআলা নিজের কিতাবে তার বর্ণনা এরকম করেছেন যে, তাদের মধ্যে তোমরা যার সঙ্গে চাও মুতা কর তাহলে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।” (নজলুল আবরার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩)

সুতরাং দেখলে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তোমাদের রুহানী আব্বাজান আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ ফতোয়া দিয়েছেন যে মুতা জায়েয। আর এই মুতা জায়েয বলেই তোমরা এই ৯০ জন নারীর সঙ্গে মুতাকারী মুতাবাজ ও রাত্রে পাছায় তেল লাগিয়ে সহবাস করার ক্ষমতা অর্জনকারীর হাদীস মান্য কর। আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি না সেই জন্যই আমাদের মাযহাবের মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব তা উল্লেখ করেন নি। তোমরা আমল কর বলেই উল্লেখ করেছ । আর তোমরা যদি মুতা বিবাহকে মান্য না কর তাহলে তোমাদের রুহানী আব্বাজান আল্লামা ওহাহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী হাড়গুলোকে কবর থেকে তুলে এনে তাঁর সঙ্গে মুনাযারা কর।

আর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তোমরা যে তিন তালাককে এক তালাক প্রমাণ করার জন্য মুসনাদে আহমাদ এর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি (রুকানা রা এর ঘটনাটি) পেশ করে থাক সেই হাদীসেও এই ইবনে যুরায়েয নামক রাবীটি রয়েছে। সেখানেও তোমরা এই মুতাবাজ রাবীর হাদীস মান্য কর।

সেইজন্যই বলছি মুফতী শামসুর রহমান কাসেমী সেহেবকে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বিরুদ্ধে পেশ করে তোমার কোন লাভ নেই । কেননা আমরা সেই হাদীসের উপর আমল করিনা। তাই মুফতী বশীর হাসান কাসেমী ও মুফতী শামসুর রহমান কাসেমী কেউ ভূল বলেন নি। দুজনেই নিজেদের জায়গায় ঠিক রয়েছেন।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে তিন নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,

"তৃতীয় জবাবঃ- কুরআনের আয়াত দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী বুঝতেন, তিনি হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিন্তু রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই আয়াত কুরআনে মজুত থাকতে দেখেও বহু দুআ জোরে জোরে পড়েছেন। সুরা ফাতেহা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দুআ সেটা রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাতে জোরে জোরে পড়েছেন।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৪)

বাঃ মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুরা ফাতেহা সব সময় জোরে জোরেই পড়েছেন। তাই নাকি। তাহলে তোমরাও সুরা ফাতেহা সব সময় জোরে জোরেই পড়তে শুরু করে দাও। তাহলে তুমি আমায় বল, জোহরে চার রাকাআতের ফরজ নামাজে, আসরে চার রাকাআতের নামাজে, মাগরিবের শেষ রাকাআতে আর এশার শেষ দুই রাকাআতে মোত এগারো রাকাআতে তোমরা কেন সুরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড় এবং কেনই বা সব সুন্নাত নফল নামাজে সুরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড়? তাহলে এইসব ক্ষেতেও তো তোমরা হানাফী হয়ে যাও। তাই তো।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) দুটি হাদীস পেশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে দুআ করেছিলেন। তাই তারা জোরে ‘আমীন’ বলে থাকে। কিন্তু মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমি কি জান যে হানাফী মাযহাবে জোরে ‘আমীন’ বলা জায়েয। তবে আস্তে ‘আমীন’ বলাটাই উত্তম। আর জায়েযের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে দুআ করেছেন তাতে কি হয়েছে। এতে হানাফী মাযহাব তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এতে হানাফী মাযহাবের উপরেই ইতো আমল হয়েছে। যেহেতু সব দুআর থেকে নামায হল উত্তম দুআ এবং উত্তম ইবাদত তাই নামাযে উত্তম হল ‘আমীন’ আস্তে বলা। আর ‘আমীন’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আস্তে বলেছেন তাই আমাদেরও আস্তে বলাই উচিৎ। আর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমিই লিখেছ যে, ‘‘অতএব রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম) যে সব জায়গায় দুআ জোরে জোরে পড়েছেন আমরাও জোরে পড়ব। আর যেখানে তিনি আস্তে পড়েছেন আমরাও সেখানে আস্তে পড়ব। কারণ তিনি হচ্ছে আমাদের উত্তম অনুসরনীয় ব্যাক্তি (সুরা আহযাব ৩৩/২১)।

আচ্ছা ভাল কথা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তো ‘আমীন’ আস্তে আস্তেই বলেছিলেন তাই তোমরাও ‘আমীন’ আস্তে আস্তে বলাই শুরু করে দাও। এটাই হবে হাদীসের উপর সঠিক আমল। আর যেসব জায়গায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে ‘আমীন’ বলেছিলেন সেটা ছিল যে তিনি মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলে যে এই জায়গায় ‘আমীন’ বলে একটা আমল আছে। এই ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচলা করা হবে ইনশাল্লাহ।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে চার নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,

‘‘চতুর্থ জবাবঃ-পাঠকগণ বশীর হাসান কাসেমী সাহেব কুরআন হাদীসকে অপব্যাখ্য করে দলীল পেশ করেছেন। সেটি মূলতঃ তার মাযহাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কারণ হানাফী মাযহাবের এমন কোন মসজিদ নেই যেখানে ফরজ স্বলাতের শেষে ইমাম সাহেব জোরে জোরে দুআ পড়েন না আর মুক্তাদী জোরে জোরে আমীন বলে না। এমন কি ধর্মীয় সভায়, খুৎবার সময় ও অন্যান্য সময় মাইকে সাউন্ড বক্স দিয়ে জোরে জোরে দুআ পড়া হয় আর জনসাধারণ জোরে জোরে

আমীন বলরে থাকে। বলতে পারেন কাসেমী সাহেব সেই সময় কুরআনের ঐ আয়াতটি কোথায় থাকে।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৬)

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তোমার যদি হানাফী মাযহাব সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকত তাহলে মাতালের মতো এইরকম কথা বলতে না। আমি আগেই বলেছি যে হানাফী মাযহাবে জোরে ‘আমীন’ বলাও জায়েয। তবে আস্তে আস্তে বলাটাই উত্তম। তবে সাধারণ জনসভায়, নামায শেষে, মুক্তাদীর জোরে ‘আমীন’ বলা, খুতবার সময়, অন্যান্য সময় মাইক সাউন্ড বক্স বাজিয়ে জোরে যে আমীন বলা হয় তা নিঃসন্দেহে উচিৎ নয় কারণ নামাযে সুরা ফাতেহার শেষে যেমন আস্তে ‘আমীন’ বলা উত্তম ঠিক সেই রকম সর্ব ক্ষেত্রেই ‘আমীন’ আস্তে বলাটাই উত্তম। তবে জোরে বললেও হানাফী মাযহাবের কোন ক্ষতি হবে না। জোরে ‘আমীন’ বলা উচিৎ নয় সেজন্যই মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের কোন মজলিসে জোরে ‘আমীন’ বলা হয় না।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে পাঁচ নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,

“পঞ্চম জবাবঃ-আমরা যদি ধরেই নিই “আমীন” দুআ আর এই দুআ মনে মনে পড়তে হবে। তাহলে বশীর হাসান কাসেমী সাহেব এবং শামসুর রহমান কাসেমী সাহেব পচা নর্দমায় পড়ে যাবে। কারণ বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের লেখনীর মাধ্যমেই তারা যুক্তির খন্ডন হয়ে যায় দেখুন তার বই হানাফীদের নামায ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “সহীহ হাদীসে কলেমায়ে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কে উত্তম দুআ বলা হয়েছে (সুনানে তিরমিযী, হা/৩৫৮৫, হাদীস সহীহ)।

প্রশ্নঃ বলুন তো কাসেমী সাহেব এই উত্তম দুআ কালেমায়ে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চস্বরে বলা জায়েয না হারাম? আপনি যদি জায়েয বলেন, তাহলে আমাদের আমল সঠিক। আর যদি নাজায়েয বলেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাকে উত্তম মাধ্যম দেবে।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৬)

আমাদের জবাবঃ

এর জবাবে আমি বলব, যে হানাফী মাযহাবে পরিস্কার বলা হয়েছে যে জোরে দুয়া পড়া জায়েয যা এর আগে বলা হয়েছে। কিন্তু এই শয়তান মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) নিজের মনগড়া বাহাস করে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবকে আক্রমন করার চেষ্টা করেছে। এই নালায়েককে কে বোঝাবে যে হানাফী মাযহাবে জোরে দুআ করা জায়েয। আমিও এই নালায়েক মুজতাহীদ মি রাহুল হোসেনকে বলি, তুমিই বল, উত্তম দুআ কালেমায়ে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নিম্নস্বরে পড়া জায়েয না হারাম? তুমি যদি জায়েয বল, তাহলে আমাদের আমল সঠিক। আর যদি নাজায়েয বল, তাহলে জনগন তোমাকে উত্তম মাধ্যম দেবে। কোনটা পেতে চাও বল?

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে ছয় নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,

‘‘ষষ্ঠ জবাবঃ-কাসেমি সাহেব যদি আমরা ধরেই নিই ‘আমীন’ শব্দটি একটি দুআ আর এই দুআটি অর্থাৎ ‘আমীন’ শব্দটি মনে মনে বলতে হবে। তাহলে এই হাদীসটির ব্যাপারে কি বলবেন। আবু হুরাইরা (রাযি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একদা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম)মিম্বরে উঠেই বললেনঃ আমীন, আমীন, আমীন! নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম)কে বলা হলোঃ হে আল্লাহর রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম! আপনি মিম্বারে উঠে আমীন, আমীন, আমীন বললেন। আপনি এমনটি বলার কারণ কি? তখন রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম) বললেন- জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে বললো, ধ্বংশ হোক ঐ ব্যাক্তি যে রমযান মাস পেলো কিন্তু তার গুনাহ ক্ষমা করা হল না এবং জাহান্নামে প্রবেশ করল। এমন ব্যাক্তিকে আল্লাহ তার রহমত থেকে বঞ্চিত করুন। তখন জিবরাই (আলাইহিস সালাম) বললেন, বলেন, আমীন। আর আমি বললাম, আমীন·········(সংক্ষেপিত) (সহীহ ইবনু খুজাইমাহ, হা/১৮৮৮, ইবনু হিব্বান হা/৯০৪, হাদীসের শব্দাবলি তার, মুস্তাদরাক হাকমি হা/৭২৫৬, যাহাবীর তালিক্বহ সহ, সহীহ আত তারগীব হা/৯৯৫-৯৯৭, তালিকুল হাসসান আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৯০৪ বলেন এর সনদ হাসান, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

নোটঃ পাঠকগণ এই হাদীসটি কি প্রমাণ করে না ‘আমীন’ এমন একটি দুআ যে দুআটি জোরে অর্থাৎ উচ্চস্বরে বলা সুন্নাত। কারণ, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম) উচ্চস্বরে আমীন

বলতেন আর সাহাবী (রাযি আল্লাহু আনহু) রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম)কে প্রশ্ন করল। আমি বলতে চাই আমীন উচ্চস্বরে বলায় সুন্নাত আর মনে মনে বলা বা নিম্নস্বরে বলা সুন্নাতের পরিপন্থী (আল্লাহ কাসেমি সাহেবকে হক বুঝার তাওফিক দান করুন-আমীন)” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৬,১৭)

আমাদের জবাবঃ

এই হাদীস সম্পর্কে আর লম্বা চওড়া জবাব লিপিবদ্ধ না করে এটাই বলব যে হানাফী মাযহাবে জোরে আমীন বলাও জায়েয। তাই এ নিয়ে লম্বা বাহাস করে কোন ফায়দা নেই। তবে আমি একথায় বলব, পাঠকগণ লক্ষ্য করুন মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) নিজেই স্বীকার করল যে “‘আমীন’ এমন একটি দুআ যে দুআটি জোরে অর্থাৎ উচ্চস্বরে বলা সুন্নাত।” তাহলে তার স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা গেল যে আমীন দুয়া। আর আল্লাহ পাক তো কুরআন শরীফে পরিস্কার বলে দিয়েছেন, “তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে দুআ কর বিনয়চিত্তে ও গোপনভাবে; নিশ্চয় তিনি সীমা লঙঘন কারীদের ভালবাসেন না ।” তাহলে আমীন নিম্নস্বরে বলাটাই কুরআন্ সম্মত । আর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যে লিখেছে, “উচ্চস্বরে বলায় সুন্নাত আর মনে মনে বলা বা নিম্নস্বরে বলা সুন্নাতের পরিপন্থী” এটা আহলে হাদীস মাযহাবের মতো ষোল আনাই মিথ্যা। যদি তাই হয় তাহলে (১১ পারার সুরা ইউনুস ৮৯ নং আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, “তোমাদের দুজনের দুআ কবুল করা হয়েছে।” এর ব্যাখ্যায় নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ মুসা নবী দুয়া করেছিলেন আর হারুন নবী আমীন বলেছিলেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ উভয়কে দুআ প্রার্থনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।” (আহকামুল কুরআন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪)

এখানে আল্লাহ বলেছেন, হারুন (আঃ) আমীন বলেছিলেন। আর আল্লাহ নিম্ন স্বরে দুআ করতে বলেছেন। তাহলে নাউজুবিল্লাহ হযরত হারুন (আঃ) কি সুন্নত পরিপন্থী কাজ করেছিলেন? আর বিভিন্ন হাদীসে যে বলা হয়েছে নবী (সাঃ) নিম্নস্বরে আমীন বলেছিলেন, তাহলে কি তিনিও সুন্নতের পরিপন্থী আমল করেছিলেন। তাহলে রাসুলের আমলই যদি সুন্নাতের পরিপন্থী হয় তাহলে সুন্নাত মুতাবেক আমল কাদের? এই তথাকথিত লা মাযহাবী আলবানীর (জালবানী) মুকাল্লিদদের। যাদের ইংরেজদের ভারতে আসার আগে কোন নাম ও নিশানা ছিল না। যারা

মহারানী ভিক্টোরিয়ার অবৈধ সন্তান। মহারানী ভিক্টোরিয়ার গর্ভ থেকে নিসৃত হয়ে আজ এই লা মাযহাবীরা বলতে চায়ছে যে রাসুলের আমলও নাউজুবিল্লাহ সুন্নাত পরিপন্থী। (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে তিন নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,

"তৃতীয় জবাবঃ- কুরআনের আয়াত দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী বুঝতেন, তিনি হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিন্তু রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই আয়াত কুরআনে মজুত থাকতে দেখেও বহু দুআ জোরে জোরে পড়েছেন। সুরা ফাতেহা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দুআ সেটা রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাতে জোরে জোরে পড়েছেন।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৪)

বাঃ মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুরা ফাতেহা সব সময় জোরে জোরেই পড়েছেন। তাই নাকি। তাহলে তোমরাও সুরা ফাতেহা সব সময় জোরে জোরেই পড়তে শুরু করে দাও। তাহলে তুমি আমায় বল, জোহরে চার রাকাআতের ফরজ নামাজে, আসরে চার রাকাআতের নামাজে, মাগরিবের শেষ রাকাআতে আর এশার শেষ দুই রাকাআতে মোত এগারো রাকাআতে তোমরা কেন সুরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড় এবং কেনই বা সব সুন্নাত নফল নামাজে সুরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড়? তাহলে এইসব ক্ষেতেও তো তোমরা হানাফী হয়ে যাও। তাই তো।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) দুটি হাদীস পেশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে দুআ করেছিলেন। তাই তারা জোরে 'আমীন' বলে থাকে। কিন্তু মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমি কি জান যে হানাফী মাযহাবে জোরে 'আমীন' বলা জায়েয। তবে আস্তে 'আমীন' বলাটাই উত্তম। আর জায়েযের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে দুআ করেছেন তাতে কি হয়েছে। এতে হানাফী মাযহাব তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এতে হানাফী মাযহাবের উপরেই ইতো আমল হয়েছে। যেহেতু সব দুআর থেকে নামায হল উত্তম দুআ এবং উত্তম ইবাদত তাই নামাযে উত্তম হল 'আমীন' আস্তে বলা। আর 'আমীন' রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আস্তে বলেছেন তাই আমাদেরও আস্তে বলাই উচিৎ। আর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমিই লিখেছ যে, "অতএব রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম) যে সব জায়গায় দুআ জোরে জোরে

পড়েছেন আমরাও জোরে পড়ব। আর যেখানে তিনি আস্তে পড়েছেন আমরাও সেখানে আস্তে পড়ব। কারণ তিনি হচ্ছে আমাদের উত্তম অনুসরনীয় ব্যাক্তি (সুরা আহযাব ৩৩/২১)।

আচ্ছা ভাল কথা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তো 'আমীন' আস্তে আস্তেই বলেছিলেন তাই তোমরাও 'আমীন' আস্তে আস্তে বলাই শুরু করে দাও। এটাই হবে হাদীসের উপর সঠিক আমল। আর যেসব জায়গায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে 'আমীন' বলেছিলেন সেটা ছিল যে তিনি মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলে যে এই জায়গায় 'আমীন' বলে একটা আমল আছে। এই ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচলা করা হবে ইনশাল্লাহ।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে চার নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,

"চতুর্থ জবাবঃ-পাঠকগণ বশীর হাসান কাসেমী সাহেব কুরআন হাদীসকে অপব্যাখ্য করে দলীল পেশ করেছেন। সেটি মূলতঃ তার মাযহাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কারণ হানাফী মাযহাবের এমন কোন মসজিদ নেই যেখানে ফরজ স্বলাতের শেষে ইমাম সাহেব জোরে জোরে দুআ পড়েন না আর মুক্তাদী জোরে জোরে আমীন বলে না। এমন কি ধর্মীয় সভায়, খুৎবার সময় ও অন্যান্য সময় মাইকে সাউন্ড বক্স দিয়ে জোরে জোরে দুআ পড়া হয় আর জনসাধারণ জোরে জোরে আমীন বলরে থাকে। বলতে পারেন কাসেমী সাহেব সেই সময় কুরআনের ঐ আয়াতটি কোথায় থাকে।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৬)

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তোমার যদি হানাফী মাযহাব সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকত তাহলে মাতালের মতো এইরকম কথা বলতে না। আমি আগেই বলেছি যে হানাফী মাযহাবে জোরে 'আমীন' বলাও জায়েয। তবে আস্তে আস্তে বলাটাই উত্তম। তবে সাধারণ জনসভায়, নামায শেষে, মুক্তাদীর জোরে 'আমীন' বলা, খুতবার সময়, অন্যান্য সময় মাইক সাউন্ড বক্স বাজিয়ে জোরে যে আমীন বলা হয় তা নিঃসন্দেহে উচিৎ নয় কারণ নামাযে সুরা ফাতেহার শেষে যেমন আস্তে 'আমীন' বলা উত্তম ঠিক সেই রকম সর্ব ক্ষেত্রেই 'আমীন' আস্তে বলাটাই উত্তম। তবে জোরে বললেও হানাফী মাযহাবের কোন ক্ষতি হবে না। জোরে 'আমীন' বলা উচিৎ নয় সেজন্যই মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের কোন মজলিসে জোরে 'আমীন' বলা হয় না।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে পাঁচ নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,

“পঞ্চম জবাবঃ-আমরা যদি ধরেই নিই “আমীন” দুআ আর এই দুআ মনে মনে পড়তে হবে। তাহলে বশীর হাসান কাসেমী সাহেব এবং শামসুর রহমান কাসেমী সাহেব পচা নর্দমায় পড়ে যাবে। কারণ বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের লেখনীর মাধ্যমেই তারা যুক্তির খন্ডন হয়ে যায় দেখুন তার বই হানাফীদের নামায ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “সহীহ হাদীসে কলেমায়ে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কে উত্তম দুআ বলা হয়েছে (সুনানে তিরমিযী, হা/৩৫৮৫, হাদীস সহীহ)।
প্রশ্নঃ বলুন তো কাসেমী সাহেব এই উত্তম দুআ কালেমায়ে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চস্বরে বলা জায়েয না হারাম? আপনি যদি জায়েয বলেন, তাহলে আমাদের আমল সঠিক। আর যদি নাজায়েয বলেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাকে উত্তম মাধ্যম দেবে।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৬)

আমাদের জবাবঃ

এর জবাবে আমি বলব, যে হানাফী মাযহাবে পরিস্কার বলা হয়েছে যে জোরে দুয়া পড়া জায়েয যা এর আগে বলা হয়েছে। কিন্তু এই শয়তান মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) নিজের মনগড়া বাহাস করে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবকে আক্রমন করার চেষ্টা করেছে। এই নালায়েককে কে বোঝাবে যে হানাফী মাযহাবে জোরে দুআ করা জায়েয। আমিও এই নালায়েক মুজতাহীদ মি রাহুল হোসেনকে বলি, তুমিই বল, উত্তম দুআ কালেমায়ে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নিম্নস্বরে পড়া জায়েয না হারাম? তুমি যদি জায়েয বল, তাহলে আমাদের আমল সঠিক। আর যদি নাজায়েয বল, তাহলে জনগন তোমাকে উত্তম মাধ্যম দেবে। কোনটা পেতে চাও বল?
মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাবে ছয় নং জবাব লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছে,
“ষষ্ঠ জবাবঃ-কাসেমি সাহেব যদি আমরা ধরেই নিই ‘আমীন’ শব্দটি একটি দুআ আর এই দুআটি অর্থাৎ ‘আমীন’ শব্দটি মনে মনে বলতে হবে। তাহলে এই হাদীসটির ব্যাপারে কি বলবেন। আবু হুরাইরা (রাযি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একদা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম)মিম্বরে উঠেই বললেনঃ আমীন, আমীন, আমীন! নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম)কে বলা হলোঃ হে আল্লাহর রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম! আপনি মিম্বারে উঠে আমীন, আমীন, আমীন বললেন। আপনি এমনটি বলার কারণ কি? তখন রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম) বললেন- জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে বললো, ধ্বংশ হোক ঐ ব্যাক্তি যে রমযান

মাস পেলো কিন্তু তার গুনাহ ক্ষমা করা হল না এবং জাহান্নামে প্রবেশ করল। এমন ব্যাক্তিকে আল্লাহ তার রহমত থেকে বঞ্চিত করুন। তখন জিবরাই (আলাইহিস সালাম) বললেন, বলেন, আমীন। আর আমি বললাম, আমীন·········(সংক্ষেপিত) (সহীহ ইবনু খুজাইমাহ, হা/১৮৮৮, ইবনু হিব্বান হা/৯০৪, হাদীসের শব্দাবলি তার, মুস্তাদরাক হাকমি হা/৭২৫৬, যাহাবীর তালিক্বহ সহ, সহীহ আত তারগীব হা/৯৯৫-৯৯৭, তালিকুল হাসসান আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৯০৪ বলেন এর সনদ হাসান, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

নোটঃ পাঠকগণ এই হাদীসটি কি প্রমাণ করে না 'আমীন' এমন একটি দুআ যে দুআটি জোরে অর্থাৎ উচ্চস্বরে বলা সুন্নাত। কারণ, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম) উচ্চস্বরে আমীন বলতেন আর সাহাবী (রাযি আল্লাহু আনহু) রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম)কে প্রশ্ন করল। আমি বলতে চাই আমীন উচ্চস্বরে বলায় সুন্নাত আর মনে মনে বলা বা নিম্নস্বরে বলা সুন্নাতের পরিপন্থী (আল্লাহ কাসেমি সাহেবকে হক বুঝার তাওফিক দান করুন-আমীন)" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৬,১৭)

আমাদের জবাবঃ

এই হাদীস সম্পর্কে আর লম্বা চওড়া জবাব লিপিবদ্ধ না করে এটাই বলব যে হানাফী মাযহাবে জোরে আমীন বলাও জায়েয। তাই এ নিয়ে লম্বা বাহাস করে কোন ফায়দা নেই। তবে আমি একথায় বলব, পাঠকগ্ণ লক্ষ্য করুন মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) নিজেই স্বীকার করল যে "'আমীন' এমন একটি দুআ যে দুআটি জোরে অর্থাৎ উচ্চস্বরে বলা সুন্নাত।" তাহলে তার স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা গেল যে আমীন দুয়া। আর আল্লাহ পাক তো কুরআন শরীফে পরিস্কার বলে দিয়েছেন, "তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে দুআ কর বিনয়চিত্তে ও গোপনভাবে; নিশ্চয় তিনি সীমা লঙঘন কারীদের ভালবাসেন না ।" তাহলে আমীন নিম্নস্বরে বলাটাই কুরআন্ সম্মত । আর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যে লিখেছে, "উচ্চস্বরে বলায় সুন্নাত আর মনে মনে বলা বা নিম্নস্বরে বলা সুন্নাতের পরিপন্থী" এটা আহলে হাদীস মাযহাবের মতো ষোল আনাই মিথ্যা। যদি তাই হয় তাহলে (১১ পারার সুরা ইউনুস ৮৯ নং আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, "তোমাদের দুজনের দুআ কবুল করা হয়েছে।" এর ব্যাখ্যায় নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ মুসা নবী দুয়া করেছিলেন আর হারুন নবী

আমীন বলেছিলেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ উভয়কে দুআ প্রার্থনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।” (আহকামুল কুরআন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪)

এখানে আল্লাহ বলেছেন, হারুন (আঃ) আমীন বলেছিলেন। আর আল্লাহ নিম্ন স্বরে দুআ করতে বলেছেন। তাহলে নাউজুবিল্লাহ হযরত হারুন (আঃ) কি সুন্নত পরিপন্থী কাজ করেছিলেন? আর বিভিন্ন হাদীসে যে বলা হয়েছে নবী (সাঃ) নিম্নস্বরে আমীন বলেছিলেন, তাহলে কি তিনিও সুন্নতের পরিপন্থী আমল করেছিলেন। তাহলে রাসুলের আমলই যদি সুন্নাতের পরিপন্থী হয় তাহলে সুন্নাত মুতাবেক আমল কাদের? এই তথাকথিত লা মাযহাবী আলবানীর (জালবানী) মুকাল্লিদদের। যাদের ইংরেজদের ভারতে আসার আগে কোন নাম ও নিশানা ছিল না। যারা মহারানী ভিক্টোরিয়ার অবৈধ সন্তান। মহারানী ভিক্টোরিয়ার গর্ভ থেকে নিসৃত হয়ে আজ এই লা মাযহাবীরা বলতে চায়ছে যে রাসুলের আমলও নাউজুবিল্লাহ সুন্নাত পরিপন্থী। (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)

নিম্নস্বরে ‘আমীন’ বলার ব্যাপারে হানাফীদের অন্যতম বড় দলীল হল তিরমিযী শরীফের ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি। হাদীসটি হল,

ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নামায পড়ালেন যখন ‘গাইরিল্ মাগজু-বি আলাইহিম অলাজ্ জা-ললিন’ পড়লেন, তখন নিঃশব্দে আমীন বললেন। (সুনানে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৭৬, সুনানে দারাক্কুতনী, ১২৫৬, মুসনাদে আহমদ-১৮৮৬৩)

মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের ‘পবিত্র কুরআন এবং বিশুধ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হানাফীদের নামায’ বইয়ের মধ্য এই হাদীসটি নিম্নস্বরে ‘আমীন’ বলার দলীলস্বরুপ পেশ করেছেন। এই দলীলকে খণ্ডন করতে গিয়ে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ের মধ্যে লিখেছে,

“প্রথম জবাবঃ- পাঠকগণ ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বায়ান করার পর কিছু ত্রুটি তুলে ধরেছেন যেটা হানাফীদের নামায ৯৪-৯৫ এবং হাদীস আহলে হাদীস হানাফী মাযহাবর বই-এর লেখক ৯০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি আলার পরেও উক্ত মন্তব্য আনেন নি এটা একটি বড় খেয়ানত।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৯)

হযরত ইমাম তিরমিযী এই হাদীস সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ের মধ্যে লিখেছে,

"শুবাহ আস্তে আমীন বলার হাদীসের চেয়ে সুফিয়ানের জোরে আমীন বলার হাদীস বেশী বিশুদ্ধ। কারণ শু'বাহ এই হাদীসের একাধিক জায়গায় ভূল করেছেন। (তিরমিযী ১/৫৮ পৃষ্ঠা, ১৪৮ হাঃ, বাংলা তিরমিযী হা/২৩৬)" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৯)

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ইমাম শুবাহ (রহঃ) যে ভূলগুলি করেছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে ১ নং ভূল উল্লেখ করে লিখেছে,

"(ক) প্রথম ভূলঃ- শুবাহ হুজুরকে আম্বাসের পিতা বলেছেন, এটা ভূল। হুজুর আম্বাসের পিতা নয় পুত্র।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৯)

আমাদের জবাবঃ

হুজর (রহঃ) এর বাপ ও ছেলে উভয়ের নাম আম্বাস। সুতরাং তিনি ইবনুল আম্বাস (আম্বাসের ছেলে) আবার আবুল আম্বাস (আম্বাসের পিতা)। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯০, ১১৯৭ নং জীবনী দ্রষ্টাব্য।)

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ২ নং ভূল উল্লেখ করে লিখেছে,

"(খ)দ্বিতীয় ভূলঃ- শুবাহ এ হাদীসে 'আলকামা' নামে একজন বর্ণনাকারীর নাম বাড়িয়ে বলেছেন ঐ সনদে আলকামা নামে কোনো বর্ণনাকারী নাই।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২০)

আমাদের জবাবঃ

মুসনাদের আবু দাউদ ত্বায়ালিসী ১/৫৭৭ পৃষ্ঠায় ১১১৭ নম্বরে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, হুজর ইবনুল আম্বাস উক্ত হাদীসটি একবার সরাসরি ওয়ায়িলের কাছ থেকে শুনেছেন আর একবার আলকামার মাধ্যমে শুনেছেন। সুনানে দারাকুতনী ও মুসনাদে আহমদের সূত্রেও এটা বর্ণিত আছে। এদ্বারা বোঝা যায়, ইমাম তিরমিযীর এই দ্বিতীয় মন্তব্যটিও তাঁর দৃষ্টিভ্রম।

এই হাদীসের মধ্য যে সূত্রগত ঝঙঝাট রয়েছে তা নিরসন করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,

"এইভাবে এই হাদীসের সব রকম সূত্রগত ঝঙঝাট সমাধান হয়ে যায়।" (তালখীসে হাবীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮২, ৩৫৩ ক্রমিক নম্বর)

সুতরাং এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) এই হাদীসের উপর যে অভিযোগ করেছে তা জবাব আগেই মুহাদ্দিসরা দিয়ে দিয়েছেন। তাই তার এই অভিযোগের কোন মূল্য নাই।
এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ৩ নং ভূল উল্লেখ করে লিখেছে,
“(গ) তৃতীয় ভূলঃ- শুবাহ হাদীসে বলেছেন রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমীন নিম্নস্বরে বলেছেন এটা ভুল, ওটা হবে উচ্চ স্বরে। হাদীসটি শব্দের দিক থেকে শু’বাহ উলটো পালটা করে ফেলেছে।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২০)

আমাদের জবাবঃ

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইমাম শু’বাহর উপর হাদীসের মতন পরিবর্তনের দোষ আরোপ করা অনাচার। কেননা রিজালবিদগনের মতে বিশেষ করে হাদীসের মতন কন্ঠস্থের বিষয়ে সুফিয়ানের তুলনায় শুবাহ বেশী বির্ভরযোগ্য। বিখ্যাত রিজালবিদ আল্লামা ইয়াইয়া বিন সায়ীদ বলেছেনঃ সুফয়ান অপেক্ষা শুবাহ দীর্ঘ হাদীস সমূহ কন্ঠস্থের বেশী পাবন্দ। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেনঃ হাদীসের ক্ষেত্রে শু’বাহ, সুফয়ান সাওরী অপেক্ষা উত্তম। স্বয়ং সুফয়ান সাওরী বলেছেনঃ শু’বাহ হলেন ‘আমীরুল মু’মিনীন ফিল হাদীস।’ (ইবনে আবী হাতীম প্রণীত ‘জারাহ অ তাদীল’ খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৬, ৬৭২৮ নং জীবনী ও তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৩১, ২৮৬৭ নং জীবনী দ্রষ্টাব্য)
সুতরাং উপরিউক্ত হাদীস নিয়ে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যে অভিযোগ করেছে তার জবাব আগ থেকেই মুহাদ্দিসরা লিপিবদ্ধ করেছেন । রাহুল লিখেছে, “ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বায়ান করার পর কিছু ত্রুটি তুলে ধরেছেন যেটা হানাফীদের নামায ৯৪-৯৫ এবং হাদীস আহলে হাদীস হানাফী মাযহাবর বই-এর লেখক ৯০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি আনার পরেও উক্ত মন্তব্য আনেন নি এটা একটি বড় খেয়ানত।”
এখানে আমি বলব, রাহুল বাবু ঐ হাদিসের যে জবাব মুহাদ্দিসরা লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলিকে নিয়ে তুমি কোন মন্তব্য করনি এটা কি তোমার বড় খেয়ানত নয়? আসলে জালিয়াতি তোমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশ্রিত রয়েছে। জালিয়াতি না করলে তোমাদের ভ্রান্ত মতবাদ কোনদিন সমাজে টিকবে না। তুমি লিখেছ, “এই হাদীসটিকে আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন আর এই যঈফ হাদীস দিয়ে কাসেমী সাহেব দলীল দিয়েছেন কি হতভাগা

কাসেমী সাহেব নিজের মযহাবের পক্ষে কোন সহীহ হাদীস আনতে পারেন নি।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-১৯)

আমার বক্তব্য হল, মি রাহুল এখানে যে তুমি লিখেছ, "এই হাদীসটিকে আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন" এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কেননা, এই হাদীসটাকে আল্লামা নিমিবী (রহঃ) স্বীয় 'আসারুস সুনান' কিতাবে বর্ণনা করার পর লিখেছেনঃ এর সনদ সহীহ। ইমাম হাকীম (রহঃ) বলেছেনঃ এটা বুখারী-মুসলিমের শর্ত মাফিক সহীহ হাদীস। বিশ্বনন্দিত রিজালবিদ আল্লামা যাহাবী (রহঃ) 'তালখীসে মুস্তাদরাক' কিতাবের মধ্যে বলেছেন, হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। আর যেসব মুহাদ্দিস এই হাদীসটাকে জেরা করেছেন তার যথার্থ জবাবও মুহাদ্দিসরা দিয়েছেন। তাহলে তোমার কথা সত্য প্রমাণিত হল কোথায়? তুমি তো গায়ের জোরে একটি সহীহ হাদীসকে যয়ীফ প্রমান করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছ। যে হাদীসটাকে আজ থেকে ১২০০ বছর ধরে মুহাদ্দিসরা সহীহ বলে আসছেন সেই হাদীসটাকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য তোমার রক্ত শুকিয়ে গেছে।

এখন বলি মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব কেন তিরমিযী শরীফের সেই হাদীস আনার পরেও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর মন্তব্য নকল করেন নি। এর প্রথম কারণ হল, মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব হানাফীদের নামায যে কুরআন হাদীস সম্মত তা প্রমান করার জন্য উক্ত বইটি লিখেছেন। তাই তিনি সংক্ষিপ্তভাবে রিজালশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য উল্লেখ করেন নি। আর দ্বিতীয়ত এই হাদীসটির উপর যে জেরা মুহাদ্দিসরা করেছেন তার জবাবও মুহাদ্দিসরা দিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন রিজাল গ্রন্থে। তাই মুফতী সাহেবের বই-এর কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে সেজন্য তিনি ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য নকল করে আর সেটিকে খণ্ডন করেন নি। যেহেতু মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব হানাফীদের নামাযের সমস্ত দলীল নিয়ে আলোচনা করেছেন তাই সব হাদীসের রিজালশাস্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার বই হয়ে যাবে। আর মুফতী সাহেবের উদ্দেশ্য হল সংক্ষেপে হানাফীদের নামায সম্পর্কে বর্ণনা করা। তাতে পাঠকেরও বই কিনতে শুবিধা হবে। আর মুফতী সাহেবেরও উদ্দেশ্য সফল হবে।

মি আইলা মুজতাহীদ (রাহুল হোসেন) লিখেছে, "আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর পুর্বে ইমাম তিরমিযী তার গ্রন্থে লিখেছেন যেটা বশীর হাসান কাসেমী এবং শামসুর রহমান কাসেমী সাহেব হজম করে গেছে।"

তাহলে মি রাহুল বাবু আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমাম ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ (রহঃ) ও বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ যে ঐ হাদীসটা যথাযথ জবাব দিয়েছেন সেগুলিও তো তুমি মায়ের দুধ মনে করে হজম করে গেছ।

এরপর মি আইলা মুজতাহীদ (রাহুল হোসেন) চ্যালেঞ্জ করে বলেছে যে, "যদি উক্ত কথাগুলি তিরমিযী ২৪৮ নং হাদীসে আলোচনা দ্রষ্টাব্যে না থাকে তাহলে আমি আজকেই হানাফী মাযহাব গ্রহন করব ইনশাআল্লাহ! ওপেন চ্যালেঞ্জ রইল আমার হানাফী বন্ধুদের কাছে।"

এরপর আমি মি রাহুল হোসেন (আইলা মুজতাহীদ)কে বলি, আমারও ওপেন চ্যালেঞ্জ রইল তোমার কাছে যে উক্ত হাদীসের যে জবাব মুহাদ্দিসরা দিয়েছেন তা যদি না থাকে তাহলে আমিও আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করে নেব। আছে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার হিম্মত? আছে তোমাদের কলেজায় দম? যদি কলেজায় দম থাকে তাহলে প্রকাশ্যে আমীন বিল জাহর নিয়ে মুনাযারার জন্য প্রস্তুত হও আর যদি ভীরু কাপুরুষ হও তাহলে আবারও আব্দুল্লাহ সালাফী, আনওয়ার ফাইযীর মতো বিলে লুকিয়ে পড়বে ইঁদুরের মতো।

আচ্ছা মি রাহুল হোসেন তোমার দেখছি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর মন্তব্য মানার খুবই প্রবণতা। দেখি সব ক্ষেত্রে তোমরা ইমাম তিরমিযীর কথা মান কিনা।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে নামাযে যে বার বার রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস এনেছেন (২৫৭ নং হাদীস) তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, "ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।" এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়া যে হাদীস রয়েছে সেই হাদীস আনার পর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, "এই হাদীসটি হাসান।" তাহলে মি রাহুল হোসেন এইসব ক্ষেত্রে হাদীস মানার প্রবণতা তোমাদের পাছায় ঢুকে যায় কেন? কেন তোমরা এইসব হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর কথাকে পচা নর্দমায় নিক্ষেপ কর? এইসব দ্বিচারিতার কারণ কি?

বুঝলে মি রাহুল হোসেন তোমরা আসলে কোন হাদীসই মান না। তোমাদের মতবাদের পক্ষে যে হদীস তোমরা পাও সেইগুলিই মান? তখন তোমরা দেখ না সেগুলি সহীহ না যয়ীফ। এইসব ক্ষেত্রে তোমরা আবু হারুল আল আবদীর মতো শিয়া, খারিজী, দুর্বল, মিথ্যাবাদী, পরিত্যক্ত, বহুরুপির হাদীস মানতে শুরু করে দাও, আর ইবনে যুরায়েযের মতো ৯০ জন নারীর সঙ্গে মুতাকারী মুতাবাজ, রাত্রে ঘুমোবার সময় পাছায় তেল লাগিয়ে শয়নকারী রাবীর হাদীস মান। কিন্তু

ইমাম শু’বার মতো রাবি যিনি ‘আমীরুল মু’মিনীন ফিল হাদীস’ এর হাদীস মান না? সত্যই তোমাদের চরিত্র বোঝা ভার।

ইমাম শু’বার উপর মি রাহুল হোসেনের এতো ক্রোধ কেন?

এইবার আসল চোর ধরা পড়েছে। ইমাম শোবার উপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) এর এতো ক্রোধ কেন। কারণ মি রাহুল হোসেনের রুহানী আব্বাজানরা আহলে হাদীস নামটিকে প্রমাণ করার জন্য যে হাদীসের সাহায্য নিয়ে থাকেন অর্থাৎ শুআবুল ইমান লিল বাইহাকীর ১৭৪১ নং হাদীসের সাহায্য নিয়ে থাকেন সেই হাদীসটিতে একটি রাবী আছে, তার নাম আবু হারুন আল আবদী। সেই রাবীর জন্য ইমাম শু’বা (রহঃ) বলেছেন, “ওই বর্ণনা কারীর (আবু হারুন আল আবদী) হাদীস গ্রহণ করার চেয়ে নিজের গর্দান কেটে নেওয়া ভাল ।” (তাকরীব)

আর রাহুল হোসেনের রুহানী আব্বাজানরা (আহলে হাদীস আলেম) এই আবু হারুন আল আবদীর হাদীস নিয়েই নিজেদের নাম আহলে হাদীস রেখেছে তাই মি রাহুল হোসেন (আইলা মুজতাহীদ) এর ইমাম শু’বার উপর এতো রাগ। সে বুঝতে পেরে গেছে আবু হারুন আল আবদীর হাদীস নিতে গেলে নিজেদের গর্দান থাকবে না। আবু হারুন আল আবদীর জন্য রিজালবিদরা বলেছেন, সে ফিরআউনের থেকেও বড় মিথ্যাবাদী ছিল। আর্ আমরা জানি আহলে হাদীস গোত্রের লোকেরাও ফিরআউনের থেকে বড় মিথ্যাবাদী যেহেতু তারা আবু হারুন আল আবদীর উত্তরসূরী।

মি রাহুল হোসেন (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে দ্বিতীয় জবাবে প্রমান করার চেষ্টা করেছে যে হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে যয়ীফ। সে লিখেছে,

“দ্বিতীয় জবাবঃ- এই হাদীসের সনদও যঈফ কারণ এই হাদীসের সনদে বলা হয়েছে আলকামা তার পিতা থেকে শুনেছে। এটাও সত্য নয় কারণ আলকামা তার পিতা থেকে শ্রবণের কোন প্রমাণ নাই।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২০)

এরপর সে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম যাহাবী (রহঃ) ইমাম ইবনে মায়ীন (রহঃ) থেকে প্রমান করার চেষ্টা করেছে যে হাদীসটি ‘মুরসাল’।

আমি এখানে মি রাহুল হোসেন (আইলা মুজতাহীদ) এর হাওয়ালা কতদূর সত্য বা মিথ্যা তা নিয়ে কোন কথা না বলে এ কথাই বলব যে হানাফী মাযহাবে ‘মুরসাল’ হাদীস গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর নিকট যদি ‘মুরসাল’ হাদীসের সমর্থনে অন্য কোন ‘মুরসাল’ হাদীস বা ‘মুসনাদ’ পাওয়া যায় তাহলে তাকে গ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে হাদীসটি দুর্বল হলেও আপত্তি নেই। (মুকাদ্দামাতুল মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪৮)

কিন্তু মি রাহুল বাবু এই হাদীসের সমর্থনে শুধু হাদীস নয় আমাদের কাছে কুরআনের আয়াতও রয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন যে, “তোমরা প্রভূর নিকট দুআ কর নিম্নস্বরে” আর আমীনকে আল্লাহ পাক এবং বুখারী শরীফে ইমাম আতা (রহঃ) আমীনকে দুআ বলেছেন। তাই এই হাদীস গ্রহণ করতে আমাদের কোন সমস্যা নেই। হোসেন (আইলা মুজতাহীদ) তুমি লিখেছ যে, এই হাদীস ‘মুরসাল’ হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, অপরদিকে তোমাদের নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী ‘আল হিত্তাহ ফি যিকরে সিহাহ সিত্তাহ’ গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আর তোমাদের মহাগুরু আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী ‘জানাইয’ গ্রন্থে তো লিখেই দিয়েছেন, “মুরসাল হাদীস তো সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।” এবার তুমিই বল আমরা তোমার কথা মানব না তোমাদের আব্বাজান আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীর কথা মানব? কার কথা মানব?

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ে উল্লিখিত উক্ত হাদীসের জবাব দিতে গিয়ে ৩ নং জবাবে লিখেছে যে হাদীসটাতে নাকি নিম্নস্বরে আমীন বলতে বলা হয়েছে। নীরবে নয়। এর জবাবে আমি বলব, এই হাদীসটি নিয়ে সকল মুহাদ্দিসগণ একমত যে এই হাদীসে নিনম্নস্বর বলতে এমনভাবে আমীন বলতে বলা হয়েছে যে যাতে আওয়াজ না হয়। আর এমন নীরবে পড়া যাবে না যে ঠোঁট না নড়ে। তাই তোমার কথা আমাদের হানাফী মাযহাবের বিপরীত নয়।

মি রাহুল হোসেন (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে চতুর্থ জবাবে লিখেছে,

“চতুর্থ জবাবঃ-পাঠকগণ বশীর হাসান কাসেমী সাহেব তিনি নিজেই শিকার করে নিয়েছেন হাদীসটির মধ্যে ‘এজতেরাব’ আছে তারপর তিনি বলেছেন সনদ সহীহ (হানাফীদের নামায ৯৫ পৃষ্ঠা)। আমরা আগের প্রমান করে দেখিয়েছে, হাদীসটির সনদও সহীহ নয়। আর মতন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, এজতেরাব আছে। আসুন আমরা এবার দেখি কোন হাদীসের মতনে এজতেরাব থাকলে সেই হাদীস গ্রহণ করা যাবে কি না।

পাঠকগণ এই জন্য আপনাদেরকে উসুল বিদ হতে বলছি না। আপনারা শুধুমাত্র কাসেমী সাহেবের হানাফীদের নামায বই-এর ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় শেষ ৬টি লাইন পড়ুন তাহলে বুঝতে পারবেন সেখানে কি লেখা আছে।
'এই হাদীসে এজতেরাব আছে-অতএব এই হাদীস দলীল হতে পারে না' (হানাফীদের নামায, ৭৮-৭৯ নং পৃষ্ঠা)
(ক) পাঠকগণ এখন তাহলে বুঝতে আর বাকি রইল না যে হাদীসের মতনে এজতেরাব থাকলে বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের মতের দলীল অযোগ্য।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২২)

আমাদের জবাবঃ

এর জবাবে আমি একটি কথায় বলব যে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) এর যদি উসুলে হাদীস সম্পর্কে সামান্যটুকুও জ্ঞান থাকত তাহলে এইরকম মুর্খের মতো কথা বলতো না।
উসুলে হাদীসের পরিভাষায় একই হাদীসে একজন রাবী যখন একটাই হাদীসকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম (হ য ব র ল) বর্ণনা করেন তখন সেই হাদীসকে 'এজতেরাব' বলা হয়। আর যে হাদীসে 'এজতেরাব' থাকে সেই হাদীসটিকে 'মুজতারিব' বলা হয়। এই 'এজতেরাব' সনদেও থাকতে পারে এবং মতনেও থাকতে পারে। আর কোন হাদীসের মধ্যে যদি 'এজতেরাব' থাকে তাহলে সেই 'এজতেরাব' দূর করতে হবে। যদি দূর হয়ে যায় তাহলে সেই হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং আমলযোগ্য। আর যদি দূর না হয় তাহলে সেই হাদীসকে নিজের জায়গায় রেখে দিতে হবে। এর উপর আমল করা যাবে না।
এখন আমরা দেখি মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব যে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসটি 'এজতেরাব' দূর করা যায় কিনা। মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব লিখেছেন, "হাদীসটি মতনে 'এজতেরাব' থাকলেও সনদ সহি।" (হানাফীদের নামায, পৃষ্ঠা-৯৫)
এবার দেখা যাক এই হাদীসের 'এজতেরাব' দূর করা যায় কিনা। আমি এই হাদীস সম্পর্কে কিছু বলব না। এই হাদীস সম্পর্কে বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসজালানী (রহঃ) লিখেছেন, "এই হাদীসের সব রকম এজতেরাবের সমাধান হয়ে যায়।" (তালখীসে হাবীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮২)
সুতরাং এই হাদীসের সব 'এজতেরাব' দূর হয়ে যাওয়ার জন্য আমলযোগ্য। আর মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব যেখানে বলেছেন, "এই হাদীসে এজতেরাব আছে-অতএব এই হাদীস

দলীল হতে পারে না" এটা তিনি বুকে হাত বাঁধার জন্য যে মুআম্মাল বিন ইসমাইলের যে হাদীস রয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন। আর সেই হাদীসের 'এজতেরাব' দূর করা সম্ভব হয়নি তাই সেই হাদীস দলীল হতে পারে না। সুতরাং বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের লেখা সম্পুর্ণ সঠিক।

আর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তুমি মেনেই নিয়েছ যে হাদীসের মধ্য 'এজতেরাব' থাকলে দলীল হতে পারেনা। তাই আমি বলব, তোমরা যে বুখারী শরীফে মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি নিয়ে ৮ রাকাআত তারাবীহর নামায প্রমাণ করার চেষ্টা কর সেই হাদীসে সনদে এবং মতনেও তো 'এজতেরাব' রয়েছে। সেই হাদীস তোমরা আমল কর কেন? বোঝা গেল তোমাদের আহলে হাদীস মতবাদটা পুরোটাই সুবিধাবাদী। যেখানে নিজেদের মতবাদের পক্ষে হাদীস পেয়ে যাও ছোঁ মেরে সেই হাদীসকে দলীল বলে মনে নেও। যদিও সেই হাদীসে 'এজতেরাব' থাকুক। আর হানাফীদের দলীল যে হাদীসে প্রমান হয় সেই হাদীস তোমরা কোনমতেই মান না। যদিও সেই হাদীসের 'এজতেরাব' দূর হয়ে যাও। আরা আমাদের নিম্নস্বরে 'আমীন' বলার প্রমাণ তো কুরআন শরীফে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে হাদীস না খুঁজলেও আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

মি রাহুল হোসেন (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে পঞ্চম জবাবে লিখেছে,

"যদি হাদীসটির সনদ সহীহ ধরেও নেওয়া হয় তাহলেও হাদীসটি শায, আমলযোগ্য নয়।(আলবানী তাহক্বীক তিরমিযী, হা/২৪৮)। কেননা হাদীসটি সহীহ হওয়ার অন্যতম শর্ত হল হাদীসটি যেন শায না হয়।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২২)

এর উত্তরে কিছু না বলে একটি কথায় বলব, মি আইলা মুজতাহীদ এই ইংরেজদের ঐরষজাত সন্তান আলবানীর (জালবানী) তাহক্বীক তোমরাই মানো। দয়া করে আমাদের মানার উপদেশ দিও না। তোমাদের এই জালবানী মহাশয় তো ইমাম বুখারী (রহঃ)কে পরিস্কারভাবে অমুসলিম বলেছেন। (দেখঃ দুরুসুন লিশ শায়খিল আলবানী/তথ্যসুত্রঃ তাতিলের ব্যাপারে সালাফীদের বাড়াবাড়ি/মুফতী ইজহারুল ইসলাম আল কাওসারী)

তাই দয়া করে আলবানীর তাহক্বীক আমাদেরকে মান্য করতে বাধ্য কর না। তা না হলে ঐ আলবানীর কঙ্কালও মাহফুয থাকবে। তাই আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি।

এই হাদীসের জবাবের একদম শেষে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে,

"তবে কাসেমী সাহেব ছল চাতুরী খুব বেশী করেছেন তার হানফী মাযহাবকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কারণ কোন হাদীস তাদের মতে বিপক্ষে যায় সেই হাদীসটিকে যে কোন প্রকারে যঈফ বানাতেই হবে। কিংবা অপব্যাখ্যা করতে হবে এইরুপ উদাহরণ তার বইয়ে শাতাধিক রয়েছে। সময় হলে আমার তার যথাযথ উত্তর দেবে ইনশাআল্লাহ।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২২)
আমি তোমার কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলছি, তুমিও ছল চাতুরি বেশী করেছ নিজেদের ভ্রান্ত আহলে হাদীস মতবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কারণ কোন হাদীস যখন তোমাদের মতের বিপক্ষে যায় তখন আলবানীর মতো জাল মুহাদ্দিস সৃষ্টি হয়ে সেই হাদীসকে যয়ীফ প্রমান করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। আর তোমাদের আলবানী কি হাদীসের মধ্য কম অপব্যাখ্যা করেছে? তমি মুফতী বশীর সাহেবের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে দেখ তারপর উত্তম মাধ্যম জবাবের জন্যও প্রস্তুত থেকো।

নিম্নস্বরে আমীন বলার ক্ষেত্রে হানাফীদের একটি অন্যতম দলীল হল ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) ফতোয়া বা 'মাকতু' হাদীস। হাদীসটি হল,
ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) বলেন, পাঁচটি জিনিস নিঃশব্দে বলবে, (১) আয়ু-যু বিল্লাহ, ২) বিসমিল্লাহ, ৩) আমীন, ৪)তাহমীদ বা রাব্বানা লাকাল হামদ এবং ৫) দুয়া সানা। (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক-২৫৯৭
এই হাদীসটিকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার পুস্তকে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ব্যায় করেছে। এবং এই মহান রাহুল মুজতাহীদ নিজে থেকেই ফায়সালা করে দিয়েছে যে এই হাদীসের মধ্য 'এজতেরাব' আছে। যদিও এ ব্যাপারে সে কোন মুহাদ্দিসের মন্তব্য নকল করে নি যে কোন মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে 'এজতেরাব' বলেছেন। সে নিজের আন্দাজের উপর ভিত্তি করেই বলে দিয়েছে, "বোঝা যাচ্ছে হাদীসটির মতনের মধ্য 'এজতেরাব' আছে।" (পৃষ্ঠা-২৬) এবং সে এও লিখেছে যে, "এটা হাদীস নয় ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) এর ফাতাওয়া যা সহীহ মারফু হাদীসের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের এজমা আছে।" (পৃষ্ঠা-২৬)
এরপর এই মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার পুস্তকে লম্বা চওড়া বাহাস করে এই হাদীসটিকে যয়ীফ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইমাম নিমিবী (রহঃ) যে এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

“হাদীসটার সনদ সহীহ।” (আসারুস সুনান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৯) এটা সে ঘুণাক্ষরেও লিখে নি। এটা তার জালিয়াতির নিকৃষ্ট উদাহরণ।

যাইহোক এই হাদীসটাকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ)এর রক্ত শুকিয়ে গেছে। আমি এই হাদীসটা সম্পর্কে কিছুই বলব না। ধরেই নিলাম এই হাদীসটা যয়ীফ। কিন্তু সহীহ হাদীসের সমর্থনে যদি যয়ীফ হাদীস থাকে তাহলে সেই যয়ীফ হাদীসটা আমলযোগ্য হয়ে যায়। আর এই হাদীসের পক্ষে তো আমাদের নিকট কুরআনের আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ পাক বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর কাছে দুয়া কর নিম্নস্বরে” আর আমীন যে দুআ তা কুরআন শরীফ ও বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই বিষয়ে আগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং কুরআন ও সহীহ হাদীসের সমর্থনে এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

এই হাদীসটাকে যে ইমাম নিমিবী (রহঃ) সহীহ বলেছেন সেটাকে কটাক্ষ করে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে, “আল্লামা নিমভী উক্ত হাদীসটাকে সহীহ বলাটা মাকড়সার জালের ন্যায় শক্ত বলার মত।” (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা-২৬)

কিন্ত মি রাহুল বাবু এই হাদীসটার সমর্থনে যখন কুরআনের আয়াত রয়েছে তখন নিঃসন্দেহে এই হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীসের থেকেও শক্ত। আর তুমি লিখেছ, “এটা হাদীস নয় ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) এর ফাতাওয়া যা সহীহ মারফু হাদীসের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।” তাই নাকি এটা হাদীস নয়। কে বলল তোমাকে হাদীস নয়। উসুলে হাদীসের পরিভাষায় তাবেয়ীনদের কথাকেও হাদীস বলা হয়। উসুলে হাদীসের পরিভাষায় তাবেয়ীনদের কওল ফেইল আমলকে ‘মাকতু’ হাদীস বলা হয় যা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা তো নবী (সাঃ) এর সহীহ মারফু হাদীসই মান না তো ‘মাকতু’ হাদীস মানবে কি করে।

হানাফী মাযহাবে আর আর নিম্নস্বরে ‘আমীন’ বলার আর একটি বড় দলীল হল হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর আমল। এই হাদীসটি হল,

“হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ও আলী (রাঃ) তাসমিয়া এবং আমীন সশব্দে বলতেন না। হাদীসটি ইবনে জারীর তাবারী ‘তাহযীবুল আসার’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (এয়লাউস সুনান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৫)

এই হাদীসটাকেই যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) কয়েক পৃষ্ঠা পাতা ব্যায় করেছে। এই হাদী সম্পর্কে আমি তাই বলব যা ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) এর ‘মাকতু’ হাদীস

সম্পর্কে বলেছি। এই হাদীসটির স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত ও অন্য সহীহ হাদীসের সমর্থন থাকার জন্য সহীহ এবং আমলযোগ্য।
এই হাদীস সম্পর্কে মি রাহুল বলেছে যে, “এটা রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস নয়। এটা হযরত উমার ও আলী (রাযি আল্লাহু আনহু) এর আসার)” (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা-২৪)
বোঝা গেল মি রাহুল রাহুলের কাছে সাহাবীদের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। রাহুল সাহাবীদের কথা মানবেই বা কেন তাদের মিয়াঁ নাযির হোসাইন দেহলবী তো বলেই দিয়েছেন, “সাহাদীদের কথা দলীল নয়।” (ফাতাওয়া নাযিরিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪০)

এমন নয় যে হাদীস শরীফে উচ্চস্বরে আমীন বলার প্রমাণ নেই। উচ্চস্বরে আমীন বলার প্রমাণ হাদীসে আছে, তবে সেটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল। এ বিষয়ে আমাদের কাছে বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, যার মধ্যে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। উচ্চস্বরে আমীন বলার হাদীস যে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল সেটাকে খণ্ডন করতে গিয়ে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে,
“রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তালিমের জন্য যদি উচ্চস্বরে আমী বলে থাকেন তাহলে সাহাবীয়ে কেরাম (রাযি আল্লাহু আনহু) কেরামগণ ইমামের পিছনে স্বলাতরত অবস্থায় কেন জোরে আমীন বলতেন যে মজজিদ প্রতিধ্বনিত হত।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২৫)

আমাদের জবাবঃ

এর জবাবে বলব, সাহাবীরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে অনুসরণ করতেন বলেই তাঁও জোরে আমীন বলেছিলেন। যখন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) শিক্ষা দেওয়ার জন্য জোরে আমীন বলতেন তখন সাহাবীরাও তাঁকে অনুসরণ করতঃ জোরে আমীন বলেছিলেন। যখন শিক্ষা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন সাহাবীরাও জোরে আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর মসজিদ প্রতিধ্বনিত হওয়ার ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে। এখন আমরা দেখব জোরে আমীন বলার ব্যাপারে যে হাদীস রয়েছে তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল কি না।
প্রথম হাদীসঃ

হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসুল (সাঃ)কে দেখেছি তিনি নামায আরম্ভ করলেন। অতপর সুরা ফাতিহা পড়া সমাপ্ত করে বললেন, আমীন। আমি (তিন ওয়াক্ত নামাযে মোট) তিনবার বলতে শুনেছি। (মু'জামে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-২২)

ইমাম হায়সামী (রহঃ) লিখেছেন, ''উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ 'সিক্বাহ' বা নির্ভরযোগ্য ।'' (মাজমাউজ যাওয়াইদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৩)

এই হাদীসটির ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, ''উক্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ এটাই যে, ওয়াইল (রাঃ) নবী (সাঃ)কে আমীন বলতে শুনেছে তিন ওয়াক্ত নামাযে; এর মানে এই নয় যে, তিনি একবার সুরা ফাতিহা পড়ে তিনবার আমীন বলতে শুনেছেন।'' (শারহুল মাওয়াহিব, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৩)

বলাবাহুল্য, উচ্চস্বরে আমীন বলার মূল হাদীসের রাবী হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) 'ইয়ামেন' প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি হুযুর (সাঃ) এর দরবারে দুইবার এসেছিলেন। আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মোট তিন ওয়াক্ত নামাযে নবী (সাঃ)কে আমীন বলতে শুনেছেন। এদ্বারা প্রতিভাত হয় যে, নবী আকরাম (সাঃ) আগন্তুক সাহাবী ওয়াইলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই উচ্চস্বরে আমীন বলেছিলেন। যেমন ভাবে জোহর ও আসরের নামাযে কখনও কখনও কিছুটা কিরআত উচ্চস্বরে করতেন।

দ্বিতীয় হাদীসঃ

হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাঃ)কে নামায ফারেগ হওয়ার সময় ডান ও বাম দিকে স্বীয় মুখমণ্ডল ঘুরাতে দেখেছি। আর তিনি 'ওয়ালায্ য-ল্লিন্' বলে আওয়াজ টেনে 'আমীন' বলেছিলেন। আমি মনে করি, তিনি আমাদিগকে তালিম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমন করেছিলেন। (ইমাম আবু বিশর দাওলাবী রহঃ প্রণীত 'কিতাবুল আসমা অল কুনা' খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৭)

এই হাদীসের রাবী ইয়াহয়া বিন সামামা নামক রাবীকে ইমাম ইবনে হিব্বান 'কিতাবুস সিক্বাত' এ স্থান দিয়েছেন এবং ইমাম হাকীম তাঁর 'মুস্তাদরাক' এ ৪৬৩৬ ক্রমিক নম্বরে তাঁর সুত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই রাবী জমহুর মুহাদ্দিসের নিকট যয়ীফ হলেও হানাফী মাযহাবে যেহেতু নিম্নস্বরে আমীন বলাটা উত্তম ও ফযীলতের বিষয় তাই তার এই হাদীস মানতে কোন অসুবিধা নেই। আর নিম্নস্বরে আমীন বলা তো কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

শুধু 'আমীন' বলার ক্ষেত্রেই নয় আল্লাহর নবী (সাঃ) মুক্তাদীদেরেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জোহর ও আসরের নামাযেও জোরে সুরা ফাতেহা পড়তেন। যেমন হাদীস শরীফে আছেঃ
হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) জোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকাআতে সুরা ফাতেহা ও অন্য সুরা পড়তেন। আর কখনও কখনও আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। (সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫, সহীহ মুসলিম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৫, সুনানে নাসাই, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৩)
এই হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন,
"কখনও কখনও নিম্নস্বরে কিরআতের কিছুটা উচ্চ আওয়াজে পড়াটা তালিমের উদ্দেশ্যে ছিল। অর্থাৎ নবী (সাঃ) কি পড়েছেন তা শেখানোর জন্য এমন করতেন; উচ্চ আওয়াজে পড়া শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য হত না।" (ফায়যুল বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫২)
অন্য হাদীসে আছে, হযরত আবু মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি বললেন, তোমরা একত্রিত হও। আমি তোমাদেরকে নিয়ে নবী (সাঃ) এর মতো নামায পড়াব। অতপর তিনি জন সমক্ষে সুন্নতঅ তরিকায় ওজু করে জোহরের নামায পড়ালেন এবং স্বীয় পার্শ্ববর্তীদের শুনিয়ে কিরাআত করলেন। (মু'জামে কবীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৮০, ৩৪১১, ৩৪১৩ ও ৩৪১৪ নং হাদীস, মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০১, ২২৯৬৪ ও ২২৯৬৭ নং হাদীস, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০, ২৫০২ নং হাদীস ও মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩০)
মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার ৩৬৪২, ৩৬৪৩ ও ৩৬২২ নং হাদীস সমূহে যথাক্রমে হযরত সায়ীদ বিন যুবাইর, হযরত আনাস ও হযরত উমার (রাঃ) হতে জোহরের নামাযে কিরাআতের কিয়দংশ শোনানোর আমল বর্ণিত আছে।
যেমন হুযুর (সাঃ) নামাযে কিরাআত জোরে পড়তেন মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরুপ তিনি মুক্তাদীদেরকে জোরে আমীন বলেছিলেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য।
এখন মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) এখন কি করবে বল? নামাযে সুরা ফাতেহার পর যদি জোরে আমীন বল তাহলে জোহর ও আসরের নামাযে জোরে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে। কারণ এটা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এখন কি করবে বল?

এরপর আমীন যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল সেটাকে অস্বীকার করার জন্য মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে,
"উচ্চস্বরে আমীন যদি তালিমের জন্য হত তাহলে একদুবার বললেই তো হত। অথচ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সব সময় উচ্চস্বরে আমীন বলতেন যা একের পর এক সামনে আসবে।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২৫)

আমাদের জবাবঃ

এর জবাবে বলব যে, হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) মাত্র তিন বার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পিছনে নামায পড়েছিলেন তাই তিনি তিনবারই জোরে আমীন বলতে শুনেছিলেন। আর সেটা ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্যে যা ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) স্বীকার করেছেন। আর এখানে যে মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ লিখেছে নবী (সাঃ) সব সময় জোরে আমীন বলতেন এটা ষোল আনাই মিথ্যা। মি রাহুল যে দলীলগুলি পরপর দিয়েছে তার খন্ডন পরে করা হবে ইনশাআল্লাহ।
মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) বার বার অস্বীকার করেছে যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে আমীন বলেছিলেন মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। মি রাহুল তার পুস্তকটি মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের 'পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হানাফীদের নামায' বইয়ের জবাবে। অথচ মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব তাঁর বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠায় ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে নবী (সাঃ) উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জোরে আমীন বলেছিলেন। মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের এই প্রমাণকে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) বিন্দু মাত্রও খন্ডন করতে পারেনি। বরং বশীর সাহেবের এই লেখনীর ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেনি। বোঝা গেল এই ব্যাপারে মি আইলা মুজতাহীদ লা জওয়াব। শুধুমাত্র নিজের কিয়াসের উপর ভিত্তি করে জোরে আমীন যে শিক্ষার জন্য ছিল সেই বিষয়ের হাদীসকে অস্বীকার করেছে। আর তারাই বলে হানাফীদের দলীল নাকি কিয়াসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাট আলেকজান্ডার এই ভারত বর্ষের দিকে লক্ষ করে সঠিক কথায় বলেছিলেন,
সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ!

আমীন জোরে বলার ব্যাপারে আহলে হাদীসদের সব থেকে বড় দলীল হল তিরমিযী শরীফের হাদীস। হাদীসটি হল,

হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন, 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায য-ল্লিন' বলতেন তখন তাকে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি আমীনের আওয়াজ জোরে করতেন। (তিরমিযী শরীফ, ২৪৮ নং হাদীস)

এই হাদীসটিকে উল্লেখ করার পর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে,

"বশীর হাসান কাসেমী সাহেব তিনি হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন (হানাফীদের নামায ৯৬ পৃষ্ঠা)। পাঠকগণ কাসেমী সাহেব শুধু হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন কিন্তু কোন কারণ দেখাতে পারেন নি। মুফতী সাহেব আপনার মুখের কথায় হাদীসটি যঈফ হবে না। যঈফ হবার কারণ দেখাতে হবে।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২৮)

আমাদের জবাবঃ

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) এর এই কথাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা। কারণ মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব নিজের গবেষণার উপর বলেন নি যে হাদীসটি যয়ীফ। তিনি এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব যা লিখেছে তা হল, "সশব্দে আমীন বলা সম্পর্কে সব থেকে মজবুত দলীল যা সুনানে তিরমিযীতে আছে, আল্লামা নিমাভী (রহঃ) 'আত্তালিকুল হাসান' কিতাবে এই হাদীসটির সনদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে হাদীসটির সনদ দূর্বল। (১/৯৪)" (পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হানাফীদের নামায, পৃষ্ঠা-৯৬)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তিরমিযী শরীফের হাদীসটাকে মুফতী সাহেব নিজে যয়ীফ বলেন নি। ইমাম নিমাভী (রহঃ) এর উদ্ধৃতি নকল করেছেন। কিন্তু এই লা মাযহাবী স্বঘোষিত জাল মুজতাহীদ মি রাহুল হোসেন ইমাম নিমভীর কথাকে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের ঘাড়ে চাপিয়েছে। একেই বলে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে।

মি রাহুল বাবু শুনে রাখ আল্লামা নিমভী (রহঃ)'আত্তালিকুল হাসান' কিতাবে এই হাদীসটির সনদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে হাদীসটির সনদ দূর্বল। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে প্রস্তুত হও মুনাযারা করার জন্য। দেখিয়ে দেওয়া হবে আল্লামা নিমভী (রহঃ) ঐ হাদীসটির সনদ দূর্বল প্রমাণ করেছেন কিনা। যদি মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব দেখাতে না পারেন যে আল্লামা নিমভী (রহঃ) ঐ হাদীসটির সনদ দূর্বল প্রমাণ করেছেন তাহলে আমরা মুফতী সাহেবকে

মিথ্যাবাদী বলে মেনে নিব। আর যদি দেখিয়ে দেওয়া হয় আল্লামা নিমভী (রহঃ) ঐ হাদীসটির সনদ দূর্বল প্রমাণ করেছেন তাহলে তোমাকে মেনে নিতে হবে তুমি একটি ধোকাবাজ। মিথ্যাচার করে মুফতী সাহেবকে কলঙ্কিত করছ নিজেদের ভূয়া মনগড়া পাগলের মতবাদ আহলে হাদীস (আহলে খবীস) মতবাদকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য।

শুনে রাখ মি আইলা মুজতাহীদ এই হাদীসকে শুধু আল্লামা নিমভী (রহঃ) যয়ীফ বলেন নি, অন্যান্য মুহাদ্দিসরাও জেরাহ করেছেন। যেমন, এই হাদীসে একজন রাবী আছেন যার নাম আবু ইসহাক সাবেয়ী যার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ)ও এই রাবীকে জেরাহ করেছেন। তাহলে দেখলে তো বশীর সাহেব এই হাদীসের যয়ীফ হবার কোন কারণ দেখান নি তবে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। এইবার তো এই হাদীসটাকে যয়ীফ বলে মানবে তো? না নিজের হেঁকড়ী বজায় রাখবে।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তিরমিযী শরীফের ঐ হাদীসটাকে সহীহ প্রমাণ করার জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) ও আবু যুরআ (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছ যে হাদীসটা সহীহ। তুমি লিখেছ যে, "ইমাম বুখারী ও আবু যুরআ বলেন, শু'বাহর হাদীসের চেয়ে সুফিয়ানের হাদীস বেশী বিশুদ্ধ।"

হে মি আইলা মুজতাহীদ তুমি কি জান ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, "হাদীসের ক্ষেত্রে শু'বাহ, সুফিয়ান সাওরী অপেক্ষা উত্তম।" আর স্বয়ং সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেন, "শু'বাহ হলেন 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' । (ইবনে আবী হাতীম প্রণীত 'জারাহ অ তাদীল' খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৬, ৬৭২৮ নং জীবনী ও তাহযীবুত তাহযীব খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৩১, ২৮৬৭ নং জীবনী)

এরপর মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ বেশ কতকগুলি মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করে বলেছে যে এই হাদীসটাকে তাঁরা সহীহ বলেছেন। মি রাহুল সেই সব মুহাদ্দিসদের সাথে কিছু লা মাযহাবী মুহাদ্দিসের নাম নিয়েছে, যেমন, আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী, যুবাইর আলী জাই এবং 'আল মুহাল্লা', 'নাইনুল আওতার' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক ইমাম শাওকানীর নাম নিয়েছে। বলে রাখি এই আল্লামা আলবানী (জালবানী) ছিলেন ইংরেজ খান্দানের। তিনি হাদীস গ্রন্থকে টুকরো টুকরো করে দেন। এবং এই আলবানী মহাশয় আল্লামা রমজান শাফেয়ীর মুযানারা থেকে পলায়ন করে আর পাকিস্তানের যুবাইর আলী জাই মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান ও আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) এর মুনাযারা থেকে চুড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। সেইসব মুনাযারা

ভিডিও ইন্টারনেটে আওলোড আছে যে কেও ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারেন। আর ইমাম শাওকানী তো যাইদিয়া শিয়া মতবাদের লোক ছিল যা আমি আমার ‘এরা আহলে হাদীস না শিয়া?’ নামক পুস্তকে প্রমান করেছি। এইসব ভাগোড়া জাল মুহাদ্দিসদের উদ্ধৃতি দিয়ে কোন লাভ নেই।

আর তিরমিযী শরীফের হাদীসটাকে যদি সহীহ বলে ধরেই নেওয়া হয় তাহলেও আমাদের হানাফী মাযহাবের কোন অসুবিধা নেই। কেননা হানাফী মাযহাবে জোরে আমীন বলা জায়েয। আর ঐ হাদীসের রাবী হলেন ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ)। তিনিই বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে আমীন বলেছেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই এই হাদীসটা আমাদের বিপক্ষে যায় না। তাই এই হাদীসটা সহীহ না যয়ীফ তা নিয়ে লম্বা চওড়া বাহাস করার কোন অবকাশ নেই।

আর একটি কথা হল, এই হাদীসে জোরে আমীন বলার কোন উল্লেখ নেই। কেননা এই হাদীসে যে শব্দ আছে ‘মাদ্দ’ মানে আওয়াজ জোরে করা নয় বরং এর মানে হল আওয়াজ দীর্ঘ করা। কিরআত শাস্ত্রেও ‘মাদ্দ’ এর অর্থ টান দিয়ে পড়া বুঝায়। তাহলে এই হাদীসে মানে হল, নবী (সাঃ) ‘আমীন’ বলার সময় ‘ইয়া’ অক্ষর টান দিয়ে পড়েছিলেন। আর টান দিয়ে পড়াটা নিম্নস্বরেও হতে পারে। তাই ঘুরিয়ে এই হাদীস হানাফীদের দলীল হয়ে যাচ্ছে মি রাহুল হোসেন।

এরপর মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ) মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবকে প্রচন্ডভাবে আক্রমন করে লিখেছে, “আচ্ছা বশীর হাসান কাসেমী সাহেব আপনি নিজে মুকাল্লিদ। তাহলে আপনি কেন হাসীস নিয়ে এত গবেষণা। কারণ মুকাল্লিদের কোন হাদীস বোঝার যোগ্যতা নেই।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-২৯)

তাই নাকি মি রাহুল মুজতাহীদ। মুকাল্লিদদের হাদীস নিয়ে গবেষণা করতে নেই। মুকাল্লিদদের হাদীস বোঝার যোগ্যতা নেই। তাহলে রাহুল মাস্টার মুকাল্লিদদের যদি হাদীস বোঝার যোগ্যতা না থাকে তাহলে এতো হাদীস গ্রন্থ তোমরা পেলে কোথায়? তুমি কি দেখাতে পারবে যত হাদীস গ্রন্থ রয়েছে তার রচয়িতাগণ মুকাল্লিদ নয়। সিহাহ সিত্তাহর রচয়িতাগণ প্রত্যেকেই হলেই মুকাল্লিদ। সর্বশ্রেষষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফের রচয়িতা ইমাম বুখারী (রহঃ) হলেন ইমাম শাফেয়ীর মুকাল্লিদ, ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাই (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রভৃতিরা সকলেই হলেন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মুকাল্লিদ। ইমাম তাহাবী (রহঃ) হলেন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদ। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনেময়ীন (রহঃ) যিনি দশ লাখ হাদীসের হাফিয ছিলেন তিনিও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন।

তাহলে রাহুল মুজতাহীদ মুকাল্লিদদের যদি হাদীস বোঝার ক্ষমতা না থাকে তাহলে এই হাদীসগ্রন্থ তোমরা পেলে কোথায়। মুকাল্লিদদের কাছেই তো? এই মহান মুকাল্লিদরা যদি হাদীস নিয়ে গবেষণা না করতেন তাহলে হাদীসই খুঁজে পেতে না। বসে বসে আঙ্গুল চুসতে হত।

আর তুমি বলেছ মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব কেন হাদীস নিয়ে গবেষণা করতে গেলেন? আমি বলি মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব হাদীস নিয়ে গবেষণা করবেন না তো তোমার মতো নালায়েকরা হাদীস নিয়ে গবেষণা করবে। তুমি তো কোন মাদ্রাসা থেকে পাশও করনি। আর বশীর হাসান কাসেমী সাহেব দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট নম্বর নিয়ে পাশ করে বেরিয়েছেন। যে বছর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পাশ করেন সেই বছর তিনি সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে থেকে দুই নম্বরে ছিলেন এবং যখন (ইফতা) মুফতী কোর্সে পড়েন সেই বছর তিনি সকলের থেকে প্রথমে ছিলেন। শুনে রাখ মি রাহুল মুজতাহীদ দারুল উলুম দেওবন্দে অনেক আহলে হাদীসও পড়তে যায়। সকলকে তিনি হারিয়ে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর নম্বর নিয়ে পাশ করেন।

এই হল মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের যোগ্যতা। বর্তমানে তিনি হুগলী পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার পান্ডুয়া শহরে দারুল উলুম পান্ডুয়াতে বুখারী শরীফ পড়ান। তাঁর এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হাদীস নিয়ে গবেষণা করার যোগ্যতা নেই শুধু মুকাল্লিদ হওয়ার জন্য। আর রাহুল মুজতাহীদ কোনদিন মাদ্রাসার মুখ দর্শন করেনি তার হাদীস নিয়ে গবেষণা করার যোগ্যতা আছে? কি আশ্চর্য ব্যাপার? এই রাহুল মুজতাহীদকে যদি আরবী বুখারী শরীফ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে লাইন বাই লাইন পড়তে পারবে না। চোখে সরসের ফুল দেখবে। আর সেখানে মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব বুখারী শরীফ পড়ান। তাঁর দরশ (ক্লাস) থেকে প্রতি বছর বহু ছাত্র আলেম ওলামা হয়ে বেরুচ্ছে।

মি রাহুল মুজতাহীদ এতই যদি নিজের জ্ঞান নিয়ে অহঙ্কার থাকে তাহলে একবার এসো মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের সঙ্গে হাদীস নিয়ে মুনাযারা করতে। দেখি তোমার ভিতরে কত দম? আমি জানি তোমার ভিতরে যে সমস্ত হেঁকড়ি আছে সব বেরিয়ে যাবে। লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ পাবে না।

মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেব তো অনেক উঁচু পর্যায়ের হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে যেতে যদি না পার তহলে তুমি আমার কাছে এস মুনাযারা করতে। দেখি তোমার কলেজায় কত দম? আমি আর আবু ফাহিম ফাহিম (আশিক ইকবাল) যে কোন সময় তোমার সঙ্গে মুনাযারা করতে

প্রস্তুত আছি। যদি হিম্মৎ থাকে আর সত্যিই যদি আহলে হাদীস মতবাদকে সঠিক বলে মনে কর তাহলে মুনাযারার জন্য প্রস্তুত হবে। আর যদি আহলে হাদীস মতবাদকে বাতিল বলে মনে কর তাহলে আসাম ও দিনাজপুরের মুনাযারায় আব্দুল্লাহ সালাফী, আনওয়ার ফাইযীরা যেরকম ইঁদুরের মতো বিলে ঢুকে পড়েছিল তুমিও সেই রকম বিলে ঢুকে যাবে। আর তোমাদের বিলে ঢুকাই তো পুরোনো অভ্যাস।

আর তুমি ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ) ও ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে বলতে চেয়েছ যে, মুকাল্লিদদের দলীন অনুধাবন করা যাবে। তুমি মুকাল্লিদদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু জান? না না জেনেই গুল মারছ? আর তুমি হয়তো জান না যে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ) ও ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মুকাল্লিদ ছিলেন। তাঁরা কি হাদীস নিয়ে গবেষণা করেন নি? তাহলে বোঝা গেল ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ) ও ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যা বোঝাতে চেয়েছন তা নয় যা তুমি বোঝাতে চেয়েছ।

শেষে তুমি লিখেছ, “এই কারণে বলি মুকাল্লিদ হয়ে হাদীস সহীহ যঈফ নির্ণয় করে বড় অন্যায় করেছেন। অন্যথায় মাযহাবী বন্ধন ছিন্ন করে কুরআন এবং হাদীসের অনুসারী হয়ে যান। পরকালে নাযাত পাবেন।” (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-৩০)

আমিও মি রাহুল মুজতাহীদকে বলি তুমিই মাদ্রাসার মুখ না দেখে আর পরিপুর্ণ আলেম না হয়ে হাদীস সহীহ যঈফ নির্ণয় করে বড় অন্যায় করেছ। অন্যথায় লা মাযহাবীয়তের বন্ধন ছিন্ন করে কুরআন এবং হাদীসের সহীহ অনুসারী চার ইমামের মধ্যে একজনের মুকাল্লিদ হয়ে যাও। তবেই পরকালে নাযাত পাবে। আর তুমি বলতে চেয়েছ মাযহাবী বন্ধন ছিন্ন না করলে পরকালে নাযাত পাওয়া যাবে না। তাহলে নাউজুবিল্লাহ কোন মুহাদ্দিস এবং এই পৃথিবীর ৯৫% মুসলমান নাজাত পাবে না। নাজাত পাবে শুধু এই গুটি কতক লা মাযহাবী, মহারানী ভিক্টোরিয়ার অবৈধ সন্তানেরা, ইংরেজদের এই উপমহাদেশে আসার আগে যাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মহারানী ভিক্টোরিয়ার পেট থেকে নিসৃত হয়ে এরা নাজাত পেয়ে যাবে। আর ১৪০০ বছরের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুসলমানরা নাজাত পাবে না।

সম্রাট আলেকজান্ডার এই ভারত বর্ষের দিকে লক্ষ করে সঠিক কথায় বলেছিলেন,

সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ!

এবা দেখা যাক আহলে হাদীসরা যেসব হাদীস নিয়ে উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলে সেগুলি কি ধরনের। জোরে ‘আমীন’ বলার স্বপক্ষে সর্ব প্রথম যে হাদীসটি মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) পেশ করেছে সেটি হল বুখারী শরীফে বর্ণিত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর হাদীস। হাদীসটি হল,

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে । কেননা যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (সহীহ বুখারী ৭৮০, সহীহ মুসলিম ৯৪২, হাদীসের শব্দাবলী উভয়ে অনুরুপ আবু দাউদ হাঃ ৯৩৬, তিরমিযী হাঃ ২৫০, তাহক্বীক আলবানী সহীহ মুয়াত্তা মালিক হাঃ ১৮০, ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীস হাসান সহীহ। আধুনিক প্রকাশনি বুখারী হাঃ ৭৩৬, ইসলামি ফাউন্ডেশন হাঃ ৭৪৪, নাসাই হা/৯২৫-৯৩০, দারেমী হা/১২৪৫, ইবনু মাজাহ হা/৮৫২, ইরওয়া হা/৩৪৪, সহীহ তারগীব হা/৫১৪, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৮৫৪, আহমদ হা/৭১৪৭, ৭২০৩, ৭৬০৪, ২৭৩৩৮, ২৭২১৫, ৯৫১২, ৯৬০৫)

এতগুলো হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ তার পুস্তকে এই হাদীসটি নকল করেছে। এই হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) জোরে আমীন বলার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। অথচ মুল হাদীসে জোরে আমীন বলার কোন প্রমাণ নেই। এই হাদীসে আমীন বলার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, “যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।”

এই হাদীসের মূল বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই হাদীসটি ঘুরিয়ে হানাফীদের নিম্নস্বরে আমীন বলার পক্ষেই যায়। এই হাদীসটি হানাফীদের নিম্নস্বরে আমীন বলার অন্যতম বড় দলীল। কেননা, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, “যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।”

এখানে আমাদের বক্তব্য ফিরিশতারা যে আমীন বলেন তা কি কোনদিন শোনা গিয়েছে? না যায়নি। কেননা ফিরিশতারা নিম্নস্বরে আমীন বলেন তাই ফিরিশতাদের আমীনের সাথে সামঞ্জস্য করতে হলে আমাদেরকেও নিম্নস্বরে আমীন বলতে হবে। আর নিম্নস্বরে আমীন বললে আমাদের পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।

তাই এই হাদীসটি হানাফীদের বিপক্ষে যায়না। এই হাদীসটি হানাফীদের মুয়াফেক। এই হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) জোরে আমীন বলার অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন বলে হাদীসটা জোরে আমীন বলার দলীল হয়ে যায় না। কেননা ইমাম বুখারী জোরে আমীন বলার বাব কায়েম

করলেও জোরে আমীন বলার কোন হাদীস বুখারী শরীফে উল্লেখ করেন। এই হাদীসটাকে যে ইমাম বুখারী (রহঃ) জোরে আমীন বলার অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন এটা ইমাম বুখারীর ইজতেহাদ। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইজতেহাদকে তো আহলে হাদীসরাই মানতে চান না। তাহলে এই হাদীসটা তাদের পক্ষে দলীল হয় কি করে?

এই হাদীসটা দিয়ে ইমাম বুখারী জোরে আমীন প্রমাণ করতে চাইলেও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর দাদা উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এই হাদীসটাকে নিম্নস্বরে আমীন বলার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইজতেহাদের থেকে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর ইজতেহাদ অধিক যুক্তি সঙ্গত। কারণ এই হাদীসে বলা হয়েছে ফিরিশতাদের আমীনের সাথে আমীন হতে হবে। তাই নিম্নস্বরে আমীন বললেই ফিরিশতাদের আমীনের সাথে আমীন হবে। তাছাড়া নয়। আর আহলে হাদীসরা যদি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইজতেহাদ মেনেই থাকে তাহলে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর তিন তালাককে তিন তালাক, দুইহাতে মুসাফাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইজতেহাদ কেন মানে না? সেক্ষেত্র কেন মি রাহুল পন্ডিতের মতো লা মাযহাবীরা বুখারী শরীফকে পাছা দেখিয়ে পালিয়ে যায়? তাই মি রাহুল পন্ডিতকে বলি বেশী খোঁচাবে না। ঘা হয়ে সেপটিপ হয়ে যাবে।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যে জোরে আমীন বলার ব্যাপারে দ্বিতীয় হাদীস পেশ করেছে সেটি হল সামুরাহ ইবনে জুনদুবা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। হাদীসটি হল,

সামুরাহ ইবনে জুনদুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাই-হিম ওয়ালায যল্লিন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। আল্লাহ আমীনের জবাব দিবেন (তাবারানী কাবীর, হাঃ ৭৬৮৪, হাদীসে শব্দাবলীতার মাযমাউয যাওয়াদি, হাঃ ২৬৬৬, সহীহ তারগিব হাঃ ৫১৩, ৫১৪,)

এই হাদীসটিকে উল্লেখ করার পর মি রাহুল (আইলা মুজতাহিদ) লিখেছে, "শাইখ আলবানী হাদীস সহীহ বলেছেন।" (তার পুস্তক, পৃষ্ঠা-৩১)

আবার সেই আলবানীর নাম! লা মাযহাবীদের শেষ সম্বল নাসীরুদ্দীন আলবানী। সৌদী আরব থেকে বিতাড়িত আলবানী, ইমাম বুখারী (রহঃ) কে অমুসলিম বলে গালিগালাজকারী এই আলবানী। এই আলবানীই লিখেছেন, হুযুর (সাঃ) এর কবর শরীফ জিয়ারত বিদআতের মধ্যে......হুযুর (সাঃ) এর কবর শরীফ মসজিদে নববীর নিকট থেকে সরিয়ে নিতে হবে। হুযুর (সাঃ) এর কবর শরীফ সরানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আলবানী। উদ্ধত আলবানী। যিনি সহীহ মুসলিম

শরীফের উপর আক্রমন চালিয়েছেন। সুনানে আরবাহর হাদীসগ্রন্থকে দুই টুকরো করে দিয়েছেন। ইংরেজ বংশের নব মুসলিম খানদানের আলবানী, লা মাযহাবীদের নিকট নাকি এই আলবানী শ্রেষ্ট হাদীস গবেষক। আর এই শ্রষ্ঠ গবেষকের কথাকেই উল্লেখ করে আলবানীর মুকাল্লিদ মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ)। এই আলবানী তো রাহুল হোসেনের থেকেও বড় জালিয়াত। এক জালিয়াত আরেক জালিয়াতের হাওয়ালা দিয়েছে। কেননা চোরে চোরে তো মাসতুতো ভাইই হয়।

আর এই হাদীসে তো কোথাও বলা নেই যে নামাযে জোরে জোরে আমীন বলতে হবে। এখানে শুধু আমীন বলার কথায় আছে। জোরে বা নিম্নস্বরে কিছুই বলা নেই। তাই এই হাদীস দ্বারা মি রাহুল হোসেন জোরে আমীন বলার পক্ষে দলীপ পেশ করতে পারে না।

মি রাহুল হোসেন তার পক্ষে জোরে আমীন বলার তিন নম্বর যে হাদীসটি উল্লেখ করেছে সেটি হল,

ইমাম যখন ‘গাইরিল মাগযুবি আলাই-হিম ওয়ালায যল্লিন বলবেন তখন তোমরাও আমীন বলবে কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন এর সাথে মিলে যাবে তখন তাকে ক্ষমা করা হবে। যিনি মসজিদে রয়েছেন (আমীন পাঠকারী) (নাসাঈ, সহীহ তারগীব হাঃ ৫১১)।

এই হাদীস থেকে যে আহলে হাদীসদের দলীল প্রমাণ হয় না তা আগেই বলা হয়েছে। কেননা এখানে বলা হয়েছে, “যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন এর সাথে মিলে যাবে তখন তাকে ক্ষমা করা হবে।” আর ফেরেশতাদের আমীনের মত হতে গেলে নিম্নস্বরে আমীন বলতে হবে, যা আগে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই হাদীস নিয়ে লম্বা চাওড়া বাহাস করে কোন লাভ নেই। আর এই হাদীস সম্পর্কে যে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে, “উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম সাহেব ‘আমীন’ জোরে বলবেন নতুবা আস্ত আমীন বললে ইমাম সাহেবের সাথে মুক্তাদীগণের আমীন কখনো মিলবে না।”

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তাই যদি হয় তাহলে, জোহর, আসরের নামাযেও তো তোমরা আস্তে আমীন বল, তখন কি করে ইমামের সাথে তোমাদের আমীন মিলে যায়? সিররি নামাযে তোমাদের আমীন ইমাম সাহেবের সাথে যেরকম মিলে যায় তেমনি জেহরি ও সিররি নামাযেও আমাদের আমীন ইমাম সাহেবের সাথে মিলে যায়।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহিদ) জোরে আমীন বলার স্বপক্ষে যে হাদীস উল্লেখ করেছে তা হল,

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুল (সাঃ) যখন সুরা ফাতিহা পড়ে শেষ করতেন তখন উচ্চ স্বরে আমীন বলতেন (বুলুগুল মারাম ২৩ পৃষ্ঠা, মুস্তাদরাক হাকীম ২২৩ পৃষ্ঠা, বাইহাকী ২য় খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা, তুহফাতুল আহওয়াযী ২০৪ পৃঃ, তালমিস ৮৯ পৃঃ, কিতাবুল উম্ম ৯৫ পৃঃ)

এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর মি রাহুল (আইলা মুজতাহিদ) লিখেছে, "ইমাম দারাকুতনী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং ইমাম হাকীম বলেছেন হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তের উপর সহীহ। ইমাম বাইহাক্বী বলেন এ হাদীস হাসান সহীহ। ইমাম ইবনে হাজার আসকালীন (রহঃ) বুলুগুল মারাম হাদীস নং ২৮৩, সহীহ বলেছেন।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-৩২)

এই হাদীসকে যদি সহীহ ধর নেওয়াও হয় তাহলেও নামাযে সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর জোরে আমীন প্রমাণিত হয় না। কেননা এই হাদীসে নামাযের কোন উল্লেখ নেই। এবং এখানে ইমাম বা মুক্তাদীর কোন উল্লেখও নেই। আর এই হাদীসকে যদি নামাযের ব্যাপারে ধরেও নেওয়া হয় তাহলেও হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে যায় না। কেননা হানাফী মাযহাবে জোরে আমীন বলা জায়েয। কিন্তু নিম্নস্বরে আমীন বলাটাই উত্তম কেননা কুরআন শরীফে নিম্নস্বরে আমীন বলার প্রমাণ রয়েছে। যা এর আগে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) জোরে আমীন বলার স্বপক্ষে পাঁচ নম্বর হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করেছে। হাদীসটি হল,

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) যখন 'ওয়ালায যল্লিন' বলেন তখন আমীন বলতে আমিন নিজ কানে শুনেছি। (ইবনে মাজাহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬২, হাঃ ৮৫৪, তুহফা ২০৪ পৃঃ, আলবানী হাদীস সহীহ বলেছেন) জুবাইর আলী জাই হাদীস সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক ইবনে মাজাহ হা/৮৫৪, জুবাইর আলী জাই এর তাহক্বীক)।

এখানে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) জুবাইর আলী জাই-এর নাম নিয়েছে। এই জুবাইর আলী জাই হল পাকিস্তানের এক্ কুখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ। সে বেশ কয়েকবার হযরত আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান (দাঃবা) এর মুনাযারা থেকে হেরে পলায়ন করে।

যাইহোক জুবাইর আলী জাই এর তাহক্বীক করা সুনানে ইবনে মাজাহ আমার কাছে আছে। আমি সেখানে ৮৫৪ নং হাদীস খুঁজে দেখলাম সেখানে জোরে আমীন বলার কোন উল্লেখ নেই। আর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) নিজেই স্বীকার করেছে এই হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন আবিল লায়লা যয়ীফ। মাজমাউয যাওয়াদে তাকে যয়ীফ বলা হয়েছে। তাঁর স্মরণশক্তি কম ছিল। তাই এই দুর্বল হাদীসটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের মুবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। যদি গ্রহণ করা হয়

তাহলে জোরে আমীন বলাকে জায়েয বলা হবে, উত্তম বলা যাবে না। আর কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত নিম্নস্বরে আমীন বলতে হবে, যা এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করা হয়েছে।

মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার ‘আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব’ পুস্তকে জোরে আমীন বলার স্বপক্ষে যে ৬ নং হাদীসটি উল্লেখ করেছে সেটি হল,

মুস্তাদরাক হাকীমের মধ্যে এসেছে আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) কে আমীন বলতে শুনেছি। যখন তিনি ‘গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওলায যল্লিন’ পড়লেন। মুস্তাদরাক হাকীমের মধ্যে এটাও এসেছে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) যখন অলায দল্লিন পড়তেন তখন উচ্চস্বরে আমীন বলতেন (বিস্তারিত দেখুন- এলামুল মায়াক্কএইল)।

এই হাদীসটাকে উল্লেখ করার পর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) কোন মন্তব্য করেনি। এই হাদীসটা সহীহ না যয়ীফ তা নিয়ে কোন আলোচনাই করেনি। কেননা এই হাদীসটা যয়ীফ।

এই হাদীসে একজন রাবী আছে যার নাম হাজিয়া বিন আদী। এর জন্য তাকরীব কিতাবে লেখা আছে, সে মিথ্যাবাদী ছিল এবং ভুল করত। এই হাদীসে আর একজন রাবী আছে যার নাম আবী ইয়ালা। রফয়ে ইয়াদাইনের অধ্যায়ে এই রাবী রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস নিয়ে এসেছেন সেইজন্য এই রাবীকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য রাহুল মুজতাহীদের গুরু ঘন্টালদের (আলেমদের) রক্ত শুকিয়ে যায়। কিন্তু জোরে আমীন বলার ব্যাপারে তাঁরা এই রাবীকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। যাইহোক ইবনে আবী হাতীম বলেছেন, আমি আমার পিতাকে আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি ভূল এবং ইবনে আবী ইয়ালা খারাপ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যাক্তি। (তথ্যসূত্রঃ মুতালায়ে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০/হযরত আমীন সফদর ওকাড়বী রহঃ)

সুতরাং কুরআন ও সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি গ্রহণযোগ্য হয়েই থাকে তাহলে জোরে আমীন বলা জায়েয হতে পারে কিন্তু উত্তম হবে না। আর হানাফী মাযহাবে আস্তে আমীন বলা উত্তম আর জোরে আমীন বলা জায়েয তাই এই হাদীস হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে নয়।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার পুস্তকে ৭ নং দলীল উল্লেখ করতে গিয়ে আর একটি হাদীস এনেছে সেই হাদীসটি হল,

ইমাম শুবার সূত্রে ওয়াল বিন হুজুর থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুল (সাঃ) এর সাথে স্বালাত পড়লেন যখন তিনি ‘ওলায য-ল্লিন’ পড়লেন তখন আমীন বললেন (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) লিখেছে, “এই হাদীসে সহীহ হওয়ার কারো দ্বিমত নেই। এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্থ এবং উচ্চ দরজার ইমাম ছিলেন। এই হাদীসে ক্বালা শব্দ আছে আলাদা ‘য-ল্লিন-এর আগেও আমীন। এর আগে অর্থাৎ যেমন ভাবে ওয়েল (রহঃ) রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুরা ফাতেহা পড়া শুনেছেন। তেমনভাবে আমীন বলতেও শুনেছেন। তেমনভাবে আমীন বলতেও শুনেছে ক্বালা শব্দ যখন কোনো শর্ত ছাড়া বর্ণিত হয় তখন সশব্দে বলা বোঝায়।” (তার পুস্তক, পৃষ্ঠা-৩৪)

আমাদের জবাবঃ

প্রথমত এই হাদীসের মধ্যে কোথাও জোরে আমীন বলার কোনও উল্লেখ নেই। রাহুল মুজতাহীদ নিজে কিয়াস ও মান্তিক প্রয়োগ করে বলেছে যে এখানে জোরে আমীন বলার কথা আছে। আর রাহুলবাবু মান্তিক প্রয়োগ করতে গিয়ে যে বাংলা ভাষার প্রয়োগ করেছে তা বোধগন্য নয়।

এই হাদীসে কোথাও বলা হয়নি যে ছয় রাকাআতে জোরে আমীন বলতে হবে আর বাকী এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলতে হবে, যেটা আহলে হাদীসরা করে থাকে। এই হাদীসে ওয়াক্তের কথা বলা নেই। তাহলে আমরা কি করে বুজব যে এই হাদীসে কোন ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে। জোহর, আসরের নামায হয় তাহলে তো তখন আস্তে আমীনই বলা হয়।

আর মি রাহুল মুজতাহীদের মান্তিক সঠিক মেনে নিয়ে যদি ধরে নেওয়াই হয় যে এখানে জোরে আমীন বলার কথা আছে, তাহলে বলতে হবে যে এটা ছিল শিক্ষার জন্য। যেহেতু এই হাদীসের রাবী ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) নিজেই জোরে আমীন বলার ব্যাপারে বলেছেন যে, “আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমন করেছিলেন।” (কিতাবুল আসমা অল কুনা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৭) তাই জোরে আমীন বলার ব্যাপারে এই হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার পুস্তকে ৮ নং দলীল দিতে গিয়ে বাইহাক্বী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করেছে, হাদীসটি হল, ওয়ায়েল হায়রামী বলেন, তিনি রাসুল (সাঃ) এর পিছনে স্বলাত পড়লেন। যখন তিনি (সাঃ) আলায য-ল্লিন বললেন তখন আমীন বললেন এবং শব্দ উচ্চ স্বরে করলেন। (বাইহাক্বী ২য় ৫৮ পৃঃ)

এই হাদীস নিয়ে আমি কিছুই বলব না কেননা মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) স্বীকার করেছে যে এই হাদীসের রাবী ইব্রাহীম বিন মারযুককে হানাফী বিদ্বানরা জেরা করেছেন। এবং ইমাম দারাকুতনীও এই রাবীকে জেরা করেছেন। তাহলে এই হাদীসটা সহীহ থাকল কোথায়?
আর মি রাহুল মুজতাহীদ তুমি এই হাদীসের জবাবে ৩৫ পৃষ্ঠায় যে বাংলা ভাষা ব্যাবহার করেছ তার মাথা মুন্ডু বলে কিছুই নেই। তোমার ভাষাই তো বোধগম্য নয় তো জবাব দেবো কি ভাবে? তুমি বাংলা ভাষায় ঠিক মতো লিখতে পার না আবার এসেছো মুফতী বশীর হাসান কাসেমী সাহেবের বইয়ের জবাব দিতে।
মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ তার পুস্তকে জোরে আমীন বলার পক্ষে ৯ নং হাদীস নিয়ে এসেছে আবু দাউদ শরীফ থেকে। এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত ওয়াইল বিন হুজুর (রাঃ) এই হাদীসটা তিরমিযী শরীফেও আছে যা এর আগে বিস্তারিত এই হাদীসের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর এই হাদীসটাকে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)ও তাঁর সুনানে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হল,
হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসুল (সা) এর পিছনে নামায পড়াকালীন তাঁকে আমীন বলতে শুনেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৫)
মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ক্রমিক নং ও দলীলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য এই হাদীসটাকে পুনরাবৃত্তি করেছে। এটা আহলে হাদীসদের পুরোনো অভ্যাস। এর বহু প্রমাণ আমাদের কাছে আছে।
মি রাহুল মুজতাহীদ তুমি এই হাদীস উল্লেখ করার পর আল্লামা আলবানী (জালবানী) সাহেবের ও মহা কাজ্জাব জুবাইর আলী জাই এর তাহক্বীক করা আবু দাউদ শরীফের হাওয়ালা দিয়েছ। আমার কাছে জালবানী ও মহা কাজ্জাব জুবাইর আলী জাই এর তাহক্বীক করা আবু দাউদ শরীফ রয়েছে সেখানে এই হাদীস উল্লেখ করার পর তিরমিযী শরীফেরও হাওয়ালা দেওয়া রয়েছে। আর ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)ও তিরমিযী শরীফের হাওয়ালা দিয়ে হাদীসটা উল্লেখ করেছেন। তাহলে তুমি একটিই হাদীসকে পুনরাবৃত্তি করলে কেন? দলীলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য? তুমি ভেবেছিল একটিই হাদীস বার বার উল্লেখ করে পাঠককে বিভ্রান্ত করবে আর কেউ তোমার এই জালিয়াতি ধরতে পারবে না? তাই তো? কিন্তু তুমি এখন আমার কাছে ধরা খেয়েছ। আর পালাতে পারবে না মি মুজতাহীদ মশাই। যাইহোক এর আগে এই হাদীসের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই হাদীসটাকে সহীহ প্রমাণ করার জন্য মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যুগশ্রেষ্ঠ মহা জালিয়াত আলবানী ও মহা কাজ্জাব জুবাইর আলী জাই-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে, "আলবানী সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক সুননে আবু দাউদ হা/৯৩৩, জুবাইর আলী জাই হাসান সহীহ বলেছেন (যুবাইর তাহক্বীক আবু দাউদ হা/৯৩৩, দারুস সালাম প্রকাশনী)।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-৩৬)

এই দুইজন মুহাক্কীকই হলেন আহ্লে হাদীসদের অন্যতম গুরু। এই হাদীসটাকে সহীহ বলাই হল দুই মুহাক্কীকের অন্যতম কারামাত। যদিও এই হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) 'তাহযীবুত তাহযীব' কিতাবের খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯৮ এর ৫৪৩২ ক্রমিক নম্বরে লিখেছেন, এই হাদীসের সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাউদের ভূল হয়েছে। তিনি রাবীর নাম বলেছেন আবী বিন সালিহ। অথচ হওয়া দরকার ছিল আলা বিন সালিহ। 'তাহযীবুত তাহযীব' ৫২৪২ ক্রমিক নম্বরে লেখা আছে, আলা বিন সালিহ এমন ''স্বদুক' রাবী, যার বহু ভুল হাদীস বর্ণিত আছে। তাই এই হাদীস সহীহ হাদীস ও কুরআনের আয়াতের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ৯ নং দলীল দেওয়ার পর ১০ নং বাদ দিয়ে ১১ নং হাদীস উল্লেখ করেছে। এই হাদীসটাও কিন্তু ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিরমিযী শরীফের ঐ হাদীসটাই। মি রাহুল (জালিয়াত) জালিয়াতি করে আবার দলীল সংখ্যা বাড়াবার জন্য ঐ হাদীসটাই উল্লেখ করেছে। এবং শয়তানি করে ৯ এর পর ১০ নং দলীল না দিয়ে ১১ নং এ চলে গেছে। যেনতেন প্রকারেন পাঠককে বিভ্রান্ত করতে তো হবেই। মানুষকে তো বোঝাতে হবে তাদের দলীল কত বেশী রয়েছে। যাতে মানুষ সহজেই তাদের ফাঁদে পা দিয়ে দুনিয়া এবং আখেরাতকে বরবাদ করে। সত্যিই রাহুল বাবু তোমাদের জুড়ি মেলা ভার!

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যে হাদীসটা ১২ নং দলীল স্বরুপ পেশ করেছে সেটা হল মুসলিম শরীফের বর্ণিত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এর হাদীস। হাদীসটি হল,

আবু মুসা আল আশআরী থেকে বর্ণিত, রসুল (সাঃ) খুতবা দেওয়ার সময় আমাদের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন এবং স্বলাত শিক্ষা দিলেন তারপর বললেন, তোমরা স্বলাত পড়বে কাতার সোজা করবে এবং তোমাদের মধ্যে হতে একজন ইমামতি করবে। তারপর ইমাম যখন তকবীর বলবে তখন তোমরাও তকবীর বলবে। আর ইমাম যখন 'ওয়ালায য-ল্লীন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে

তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন (মুসলিম নববীহ সহ ১/১৪৭ পৃষ্ঠা, আবু আওয়ান, ১/১২৭ পৃঃ)।

এই হাদীসটাকে আমি ঠিক সেটাই উল্লেখ করেছি যা মি রাহুল মুজতাহীদ তার বইয়ে লিখেছে। এই হাদীসের মধ্যে কোথাও বলা হয়নি যে জোরে আমীন বলতে হবে। মি আইলা মুতাহীদ কিয়াস করে বলেছে যে, “এই হাদীসের মধ্যে রয়েছে-তোমরা বল আমীন। এর অর্থ হয় উচ্চস্বরে বলা।”

তাহলে রাহুল মুজতাহীদ “তোমরা বল” এর মানে যদি হয় জোরে বলা তাহলে ঐ হাদীসেই রয়েছে, “ইমাম যখন তকবীর বলবে তখন তোমরাও তকবীর বলবে।” তাহলে তোমরা ইমামের সঙ্গে জোরে কেন তকবীর বল না? সেক্ষেত্রে কেন তোমরা নীরবে তকবীর বল। তোমরা যে যুক্তিতে ইমামের পিছনে নিরবে তকবীর বল, আমরাও সেই যুক্তিতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহার পর নিরবে আমীন বলি। তাই তোমার যুক্তি দিয়েই এই হাদীসটা দ্বারা জোরে আমীন প্রমাণ করা যায় না। বুঝলে মি মুজতাহীদ মশাই।

আর সব থেকে বড় কথা হল, এই হাদীসটাকে নকল করতে গিয়ে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) এক মহা জালিয়াতি করেছে। জালিয়াতিটি হল, সে এই হাদীসের মধ্যে কয়েক অংশ কাটছাঁট করেছে। মাঝের কয়েকটি শব্দ উধাও করে দিয়েছে। এই হাদীসের মাঝখানে একটি শব্দ আছে, “ওয়া ইযা কারাআ ফা আনসিতু” অর্থাৎ “ইমাম যখন কিরআত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে” এখানে কিরআত বলতে সুরা ফাতেহা বুঝানো হয়েছে। তাহলে এই হাদীস দ্বারা এও বোঝা যায় যে ইমাম যখন সুরা ফাতেহা পড়বে তখন চুপ থাকতে হবে। এই অংশটুকু মি রাহুল মুজতাহীদ উধাও করে দিয়েছে। কেননা এই অংশটুকু তাদের মতবাদের খিলাফ। এই অংশই আহলে হাদীসদের ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার বিধান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এদের জালিয়াতির কথা কি আর বলব? এদের দলের জন্মটাই হয়েছে জালিয়াতির উপর নির্ভর করে।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ১৩ নং দলীল বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করেছে। এর কোন সনদ না থাকাই বোঝা যায় না এই হাদীস সহীহ না যয়ীফ। তাই এই হাদীস কুরআন ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। আর ১৪ নং হাদীসে যে হযরত আলী (রাঃ) এর হাদীসের উল্লেখ করেছে তার জবাব এর আগে দেওয়া হয়েছে।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার বইয়ে ১৫ নং দলীলে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর হাদীসের উল্লেখ করেছে। হাদীসটি হল,

আবু হুরাইরা (রাযি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যে লোকেরা আমীন ছেড়ে দিয়েছে অথচ আল্লাহর রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহীম অলায য-ল্লীন বলতেন তা প্রথম রাকাআতের লোকজন শুনতে পেতেন। তারপর (মুক্তাদীদের আমীন এর শব্দে) মসজদ প্রকাম্পিত হয়ে উঠত (ইবনে মাজাহ ৬২ পৃঃ, হা ৮৫৩)।

এই হাদীসটাকে মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যাইদিয়া শিয়া মুজতাহীদ ইমাম শাওকানীর লেখা 'নাইনুল আওতার' ২য় খণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠার হাওয়ালা দিয়ে লিখেছে, "এই হাদীস সহীহ"। যদিও এই হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা, এই হাদীসের বিশর বিন রা-ফি নামক রাবী অত্যন্ত যয়ীফ। আল্লামা ইবনে আব্দিল বার স্বীয় 'আল ইনসাফ' কিতাবে লিখেছেনঃ সকলের মতে তাঁর হাদীস অস্বীকৃত, অগ্রহণীয় ও ছুড়ে ফেলার যোগ্য; এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের কোন দ্বিমত নেই। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭০, ৭২৯ নং জীবনী দ্রষ্টাব্য)

'মিযানুল এ'তেদাল' কিতাবের ১ খণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ), ইমাম নাসাই (রহঃ) প্রভৃতি মুহাদ্দিসরা যয়ীফ বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেছেন, "সে বাতিল মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করত।"

এই হাদীসের দ্বিতীয় রাবী হলেন ইবনে আমর আবী হুরাইরাহ (রহঃ) যিনি 'মাজহুল' রাবী। ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী (রহঃ) এর ব্যাপারে বলেছেন, "লা ইউরাফু" অর্থাৎ তিনি 'মাজহুল' বা অজ্ঞাত ব্যাক্তি। আর এই রকম ব্যাক্তির হাদীস মুসলিম উম্মাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমরা একজন শিয়া লেখক ইমাম শাওকানীর কথার উপর ভিত্তি করে বলতে পারিনা যে এই হাদীস সহীহ। আর ইমাম শাওকানী যে যাইদিয়া শিয়া ছিলেন তার প্রমাণ জানতে পড়ুন মৎপ্রণীত 'এরা আহলে হাদীস না শিয়া?'

এই হাদীস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই হাদীসে মুক্তাদীর কথা স্পষ্টভাবে লেখা নেই। এই হাদীসটি আবু দাউদ শরীফের খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৪, আসারুস সুনান এর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৪ ও মুসনাদে আবী ইয়ালা এর মধ্যেও আছে কিন্তু সেখানে 'গুন গুন শব্দ হত' বা 'প্রকম্পিত হয়ে উঠত' এই শব্দ নেই। তাই এই 'এজতেরাব'যুক্ত যয়ীফ হাদীস কুরআন ও সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

এতো গেল সনদের হাল। এবার দেখুন এই হাদীসদের মুল অবস্থা কি? এই হাদীসের রাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, “তারাকান্নাসুত তামীনা” অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেয়ীরা সকলে উচ্চস্বরে আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে আমাদের মূল বক্তব্য হল, এই হাদীসের রাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন ৫৯ হিজরীতে। তাঁর কথা দ্বারা জানা যায় যে ১০ হিজরী পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মদীনার জীবন, তারপর ৩০ বছর খুলাফায়ে রাশেদীনদের সময়। এই ৪০ বছর এবং তার পরেও এই হাদীসের রাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নিজের ১৯ বছরের জীবনে কোনও সাহাবী ও তাবেয়ীনকে উচ্চস্বরে আমীন বলতে তিনি শোনেন নি। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে সাহাবারা ও তাবেয়ীনরা উচ্চস্বরে আমীন বলাকে সুন্নত মনে করতেন না।

তাছাড়া এই হাদীস বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ‘আমীন’ বলতেন তা প্রথম কাতারের লোক শুনতে পেতেন অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কাতারের লোক শুনতে পেতেন না। এই রকম শব্দকে সাধারণত সমাজে উচ্চস্বরে বলা যায় না।

আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) স্বীয় ‘তাজাল্লিয়াতে সফদর’ কিতাবে আমীন এর অধ্যায়ে লিখেছেন, “প্রতিধ্বনি সর্বদা পাকা ও গম্বুজ বিশিষ্ট ঘরে হয়। টালি বা খড়ের ছাউনী ঘরে প্রতিধ্বনি হয় না। নবী (সাঃ) এর যুগে মসজিদে নববীর থাম ও ছাদ খেজুর পাতার ছাউনি ছিল, পাকাও ছিল না ও গম্বুজবিশিষ্টও ছিল না। সুতরাং এরকম মসজিদে শুধুমাত্র একজনের সামান্য শব্দে মসজিদে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হত, এটা অসম্ভব ব্যাপার।” (তজল্লিয়াতে সফদর, আমীন সফদর ওকাড়বী)

তাই এই জাল হাদীস দ্বারা দলীল কায়েম মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) এর মতো ভূয়া মুজতাহীদরাই করতে পারে। কুরআন ও হাদীসের অনুসারী ও আমলকারী কোন সুন্নী মুসলমান করতে পারে না।

আর এই মিথ্যা হাদীস দ্বারা বোঝা যায় মাআজাল্লাহ সাহাবায়ে কিরামগণ প্রকাশ্যভাবে কুরআনের বিরোধিতা করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “ইমামদাররা তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের চেয়ে তোমাদের কন্ঠস্বর উচ্চ করো না, অন্যথায় তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর তার তোমরা টেরও পাবে না।” (সুরা হুজরাত, আয়াত-২)

এই হাদীস মেনে নিলে বলতে হবে মাআজাল্লাহ সাহাবারা নিজেদের আমল বরবাদ করেছেন। আর অন্য আয়াতের প্রমাণ হয়েছে যে আমীন হল দুয়া আর দুয়া নিম্নস্বরে করতে হবে।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ১৬ নং দলীল পেশ করতে গিয়ে হযরত বিলাল (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করেছে, হাদীসটি হল,

বিল্লাল (রাযি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসুল। আপনি আমীন বলাই আমার আগে যাবে না। অর্থাৎ আমার আমীন আপনার আমীনের সঙ্গে হওয়া দরকার আর এটা তখনই সম্ভব যখন রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আমীন এবং বিল্লালের আমীন এর সময় কারুর জানা সম্ভব হয় না (আবু দাউদ, হা/৯৩৭, আউনুল মাবুদ ১/১৩৬ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমদ, ৬/১২ পৃঃ, বাইহাক্বী ২/৩, হাকিম ১/২১৯)।

এই হাদীসটিকে আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী (জালবানী) সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক আবু দাউদ, পৃষ্ঠা-৫৫) আর এই হাদীস কুরআন ও সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) তার পুস্তকে ১৭ নং দলীলে সে ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করেছে। এর জবাব এর আগে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসকে যদি সহীহ মেনেই নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে, এটা ছিল শিক্ষার জন্য যা হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) নিজেই বলেছেন যে, “তিনি (নবী সাঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমন করেছিলেন।” (কিতাবুল আসমা অল কুনা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৭)

তাই কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত এই হাদীস দ্বারা জোরে আমীন বলার জন্য দলীল হতে পারে না।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ১৮ নং হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে সামুরা বিন যুনদুব (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করেছে। হাদীসটি হল,

সামারাতা বিন যুনদুব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম যখন ‘গাইরিল মাগযুবি আলাইহীম অলায য-ল্লীন’ বলে তোমরা আমীন বল। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন (সহীহ তারগীব, হাঃ ৫১৩, ৫১৪)।

এই হাদীসের মধ্যে কোথাও জোরে আমীন বলার উল্লেখ নেই তাই এই হাদীস তাই কুরআন ও সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এরপর মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) ১৯ নং হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে আবু মাসইয়ারা (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করেছে। হাদীসটি হল,

আবু মাসইয়ারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, যখন জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সুরা ফাতেহা পড়ালেন অতঃপর ‘অলায য-ল্লিন’ যখন পৌঁছাবেন তখন

জিব্রাইল রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)কে বললেন, আমীন। রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন্, আমীন। (ইবনে আবু শায়ল, তাফসীরে শাওকানী, ১/১৫ পৃষ্ঠা)
মি রাহুল (আইলা মুজতাহীদ) যে ইবনে আবু শায়ল এর হাওয়ালা দিয়েছে কিন্তু আমি এরকম কোন গ্রন্থের নাম শুনিনি। এই নামে হাদীসগ্রন্থ থাকলেও থাকতে পারে। আর যে ‘তাফসীরে শাওকানী’র হাওয়ালা দিয়েছে নিঃসন্দেহে সে একজন শিয়া ইমাম।
আর এই হাদীসকে যদি সহীহ মেনে নেওয়াও হয় তবুও এর মধ্যে জোরে আমীন বলার কোন উল্লেখ নেই। আর হযরত জিব্রাইল আমীন (আঃ) এর ঘটনা থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে এটি নামাযের বিষয়ে নয়। নামাযের বাইরে এমনি সুরা ফাতেহা পড়া অবস্থায় হযরত জিব্রাইল আমীন (আঃ) ও হযরত নবী করীম (সাঃ) আমীন বলেছেন। এর সঙ্গে নামাযের কোন সম্পর্ক নেই। আর এখানে কোন মুক্তাদীস কথাও বলা হয়নি। তাই কুরআন ও সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ ২০ নং দলীল পেশ করতে গিয়ে লিখেছে, আয়েশা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ইয়াহুদীরা তোমাদের সালাম বিনিময়ে এবং আমীন বলতে যেমন হিংসা করে তেমনন হিংসা অন্য কোনো জিনিসে করেনা। (ইবনু মাজাহ, হাঃ ৮৫৬, সনদ সহীহ সিলসিলা সহীহাহ ৬৯১)

এই হাদীসকে সহীহ মেনে নিলেও কিন্তু এই হাদীসের মধ্যে জোরে আমীন বলার কোন উল্লেখ নেই। তাই এই হাদীস দিয়ে জোরে আমীন বলার জন্য দলীল পেশ করা যায় না। কিন্তু মুনকিরে হাদীস (কথিত আহলে হাদীস) দলের মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ লিখেছে, "সালাম এবং আমীন বলায় ইয়াহুদীরা হিংসা করার সাফ প্রমান হয় যে, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তার সাহাবীগণ 'জোরে আমীন' বলতেন কারন ইয়াহুদীরা যদি আমীন না শুনতে পেত তাহলে কি তারা হিংসা করতঃ শুনতে পেত বলেই তারা হিংসা করত। অতএব যারা উচ্চস্বরে আমীন বলাকে খারাপ মনে করেন তার ইয়াহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। এতে কোন সন্দেহ নেই।" (আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব, পৃষ্ঠা-৪১)

কি আজব মিথ্যাচার। আজব জালিয়াতি নমুনা পাওয়া যায় এই কথিত আহলে হাদীসদের কারখানায়।

এর আগে প্রমান করা হয়েছে যে আল্লাহ কুরআন শরীফে আস্তে আস্তে আমীন বলার কথা বলেছেন। তাহলে নাউজুবিল্লাহ সাহাবীরা জোরে আমীন বলে প্রকাশ্যে কুরআনের বিরোধীতা করতেন? যা কোনদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু রাহুল আইলা মুজতাহীদের কথা শুনে মনে হয় নাউজুবিল্লাহ সাহাবীরা জোরে আমীন বলে প্রকাশ্যে কুরআনের বিরোধীতা করতেন।

সাহাবীদেরকে কুরআন শরীফের বিরোধীতাকারী বলা রাহুল আইলা মুজতাহীদের একা বদ অভ্যাস নয়। এদের রুহানী বাপ দাদারাও সাহাবীদেরকে বিরোধীতাকারী বলেছে। জামেয়া সালাফীয়ার মুহাক্কিক আহলে হাদীস আলেম রইস আহমদ নাদভী লিখেছেন, "অনেক সাহাবা এবং তাবেয়ীন কুরআন শরীফের অনেক আয়াতের খবর রাখতেন এবং তেলাওয়াত করতেন। তা সত্যেও বিভিন্ন কারনে সেই আয়াতের বিরোধী কাজ করতেন।" (তানবীরুল আফাক, পৃষ্ঠা-৪৫)

সুতরাং রাহুল আইলা মুজতাহীদের পুর্ব পুরুষরা যখন বলেই দিয়েছেন সাহাবীরা বিভিন্ন কারনে কুরআন শরীফের বিরোধী কাজ করতেন তখন সাহাবা বিদ্বেষী রাহুল পন্ডিত যে দাবী করেছে সাহাবীরা কুরআনে আস্তে আমীন বলা সত্যেও জোরে আমীন বলতেন তা স্বাভাবিকভাবেই পুর্ব পুরুষদের অনুসরন করেছে।

এবার প্রসঙ্গে আসি। রাহুল দাবী করেছে যে "সালাম এবং আমীন বলায় ইয়াহুদীরা হিংসা করার সাফ প্রমান হয় যে, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তার সাহাবীগণ 'জোরে আমীন' বলতেন কারন ইয়াহুদীরা যদি আমীন না শুনতে পেত তাহলে কি তারা হিংসা করতঃ শুনতে পেত বলেই তারা হিংসা করত।" এটা সম্পুর্ন মিথ্যা কথা। কারন হাদীসে তো জোরে আমীন বলার কোন উল্লেখ করা নেই শুধুমাত্র ভ্রান্ত কিয়াসের উপর ভিত্তি করে বলেছে যে ইয়াহুদীরা শুনতে পেত তাই জোরে আমীন বলার ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে। আর আহলে হাদীসদের নিকট কিয়াস হল শয়তানের কাজ তাই এই কিয়াসের তাদের নিকট মরদুদ।

আচ্ছা এই হাদীসে বলা হয়েছে, ইয়াহুদীরা তোমাদের সালাম বিনিময়ে এবং আমীন বলতে যেমন হিংসা করে তেমনন হিংসা অন্য কোনো জিনিসে করেনা। তাই হানাফীরা নাকি ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। রাহুলের এই দাবী যদি সত্য হয় তাহলে রাহুল আইলা মুজতাহীদ ও আহলে হাদীসরাও নামাযে বিভিন্ন সময়ে পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেন? যেমন,

১) রাহুল মুজতাহীদ ও আহলে হাদীসরা যখন একাকী নামায পড়েন তখন তাঁরা ফরজ নামায হোক অথবা সুন্নাত নামায হোক অথবা নফল নামায হোক তখন তারা আস্তে আমীন বলেন। এইসব নামাযে তাঁরা কেন ইহুদী হয়ে যান?

২) যখন রাহুল মুজতাহীদ ও আহলে হাদীসরা ফরজ নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করেন তাহলে তাঁরা ছয় রাকাআতে জোরে আমীন বলেন এবং বাকী এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলেন। অর্থাৎ ছয় রাকাআতে তাঁরা আহলে হাদীস এবং বাকী এগারো রাকাআতে তাঁরাও ইহুদী হয়ে যান।

৩) এই হাদীসে বলা হয়েছে যে ইহুদীরা সালাম বলাকেও হিংসা করে তাহলে আহলে হাদীসরা ও রাহুল মুজতাহীদ কেন ফরজ নামাজ ব্যাতিত অন্য নামাজে আস্তে সালাম বলে? এখন তারা কেন ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে?

৪) জামাআতে নামায পড়ার সময় ইমাম জোরে সালাম ফিরান আর আহলে হাদীস মুক্তাদীরা আস্তে সালাম বলে। তাহলে আহলে হাদীস মুক্তাদী ও রাহুল যখন মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ে তখন কেন তারা ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে?

৫) আল্লাহ পাক কুরআনে আস্তে আমীন বলার কথা বলেছেন। তাহলে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ কি মুসলমানদেরকে ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেছেন?

৬) রাসুলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবী ও বিভিন্ন তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন আস্তে আমীন বলেছেন। তাহলে নাউজুবিল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবী ও বিভিন্ন তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনরাও ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেছেন?

আসলে রাহুল আইলা মুজতাহীদ ও আহলে হাদীস সম্প্রদায়টাই হল ইহুদীদের চক্রান্তের ফসল। আহলে হাদীসরা প্রকৃতপক্ষে শিয়া ফিরকার জন্মদাতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার প্রেতাত্মা। আর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল জন্মসূত্রে ইহুদী। তাই ইহুদীপুত্র লা মাযহাবীরা চারিদিকে শুধু ইহুদীই দেখতে পাচ্ছে। জন্ডিসে আক্রান্ত রোগী যেমন চারিদিকে হলুদ দেখে ঠিক তেমনি লা মাযহাবীরাও চারিদিকে শুধু ইহুদীই দেখতে পাচ্ছে।

রাহুল হোসেনের শেষ পরিণতিঃ

১) রাহুল হোসেন এবং তার দলবলের লোকেরা রাতদিন হট্টগোল করে বেড়ায় যে একমাত্র তারাই হাদীসের উপর আমল করে বাকী সমস্ত মুসলমানকে হাদীসের দুশমন বলে সমাজে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তাদের অবস্থা এমনই যে তারা আজ পর্যন্ত এরকম কোন হাদীস পেশ করতে পারেনি যে যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন জোরে আমীন বল।

২) রাহুল হোসেন এরকম কোন হাদীস পেশ করতে পারেনি যে যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে আমীন বলার জন্য তাগিদ দিয়েছেন এবং এর জন্য সাওয়াবের কথা বলেছেন।

৩) রাহুল হোসেন এরকম কোন হাদীস পেশ করতে পারেনি যেখানে বলা হয়েছে ছয় রাকাআতে জোরে আমীন বলতে হবে এবং বাকী এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলতে হবে।

৪) রাহুল হোসেন এরকম কোন হাদীস পেশ করতে পারেনি যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মুক্তাদীগন তাঁর পিছনে ছয় রাকাআতে জোরে আমীন বলেছেন এবং বাকী এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলেছেন।

৫) খুলাফায়ে রাশেদীনরাও ছয় রাকাআতে জোরে এবং বাকী এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলেননি। এরকম কোন প্রমান রাহুল পেশ করতে পারেনি।

৬) রাহুল আইলা মুজতাহীদ এরকম কোন প্রমান পেশ করতে পারেনি যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সারা জীবন জোরে আমীন বলেছেন।

আর যেসব যয়ীফ এবং কমজোর হাদীসের সহযোগিতা তারা নেয় সেখানে এটাই বলা হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে আমীন বলেছিলেন। এটা ঠিক সেইরকম যেরকম রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেরকম জোরে কিরআত করেছিলেন। যেমন আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্নিত যে নবী কারীম (সাঃ) জোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকাআতে সুরা ফাতেহা ও অন্য সুরা পড়তেন। আবার কখনো কখনো আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। (বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫)

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জোরে কিরআত যেরকম সবসময়ের আমল ছিল না ঠিক সেই রকম জোরে আমীন বলাও সবসময়ের আমল ছিল না। কিন্তু রাহুলের মত ও লা মাযহাবীদের মত মুনকিরে হাদীসদের বোঝাবে কে?

এরপর মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ তিনজন সাহাবী (রাঃ) ও চারজন তাবেয়ীন (রহঃ) এর আমল পেশ করে প্রমান করার চেষ্টা করেছে যে আমীন উচ্চস্বরে বলা উচিৎ।

এখানে আমাদের বক্তব্য হল আহলে হাদীসদের সাহাবী ও তাবেয়ীনদের আসার দিয়ে দলীল পেশ করা জায়েয নয় কেননা আহলে হাদীসদের মতে সাহাবীদের কথা দলীল নয়। তাহলে তাবেয়ীনদের কথা কিভাবে দলীল হিসাবে গ্রহনযোগ্য হতে পারে?

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী লিখেছেন, ''সাহাবীদের কথা দলীল নয়।।'' (ফাতাওয়া নাযীরিয়া, পৃষ্ঠা-৩৪০)

এমনিতে আহলে হাদীসগন সাহাবীদের কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন না কিন্তু তাঁদের মতবাদের পক্ষে কোন কিছু পেয়ে গেলে ছোঁ মেরে সেটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে দেন।

রাহুল আইলা মুজতাহীদ যে আসারগুলি পেশ করেছে সেগুলি সহীহ কিনা যয়ীফ তা নিয়ে মন্তব্য না করে এতটুকুই বলব যে উক্ত আসারগুলিকে সহীহ হিসেবে ধরে নিলেও এখানে আহলে হাদীসদের মাসলাক প্রমানিত হয় না। এই আসারগুলিতে কোথাও বলা নেই যে ছয় রাকাআতে আস্তে ও বাকি এগারো রাকাআতে জোরে আমীন বলতে হবে। আহলে হাদীসরা তো ছয় রাকাআতে জোরে ও এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলে থাকে।

এই আসারগুলি হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে নয় কেননা হানাফী মাযহাবে জোরে আমীন বলা জায়েয তবে আস্তে আমীন বলাটাই মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের মধ্যে আস্তে আমীন বলতে বলেছেন যা এর আগে প্রমান করা হয়েছে। তাই জোরে আমীন বলার চেয়ে আস্তে আমীন বলাটাই উত্তম।

হানাফী আলেমগণের উচ্চস্বরে আমীন বলার পক্ষে মতামত

এই শিরোনামে মি রাহুল আইলা মুজতাহীদ বেশ কতকগুলি হানাফী আলেমের নাম উল্লেখ করেচ বলতে চেয়েছে যে তাঁরা জোরে আমীন বলাকে সহীহ বলেছেন।

এর আগে আমি অনেকবার বলেছি যে হানাফী মাযহাবে জোরে আমীন বলা জায়েয তবে আস্তে আমীন বলাটাই উত্তম। তাই উক্ত হানাফী আলেমরা যে জোরে আমীন বলার পক্ষে কথা বলেছেন সেগুলো হানাফীয়তের বিরুদ্ধ নয়। তাই আস্তে আমীন বলার বিরুদ্ধে উক্ত আলেমগণকে খাড়া করা মোটেই উচিৎ নয়।

উক্ত হানাফী আলেমরা জোরে আমীন বলাকে জায়েয বলেছেন কিন্তু তাঁরা সারা জীবন হানাফীয়াতের উপর আমল করে জোরে আমীন বলেছেন। কেননা তাঁরা জানতেন জোরে আমীন বলা জায়েয হলেও আস্তে আমীন বলাটাই উত্তম।

রাহুল আইলা মুজতাহীদ যে বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কে হানাফীদের তালিকায় উল্লেখ করেছে সেটা তার বড় খেয়ানত ও জালিয়াতি। কেননা তিনি হাম্বালী মাযহাবের লোক ছিলেন। তাই তাঁর মাযহাব মোতাবেক জোরে আমীন বলার পক্ষে বলেছেন।

সুতরাং প্রমান হয়ে গেল রাহুল হোসেন যে জোরে আমীন বলার পক্ষে পুস্তকটি লিখেছে তা ভুলে ভরা। আহলে হাদীসরা যে ছয় রাকাআতে জোরে ও বাকি এগারো এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলে তার পক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই।

আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করার তওফিক দান করুন। আমীন।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন)
২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন)
৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন)
৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) অফলাইন)
৫) আল কালামুস শরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন)
৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন)
৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন)
৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন)
৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য)
১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য)
১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য)
১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন)
১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য)
১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য)
১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (প্রকাশিতব্য)
১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন)
১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন)
১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত ((প্রকাশিতব্য)
২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য)
২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন)
২২) বেদ কি আল্লাহর বানী? (অনলাইন)
২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন)
২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)

২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন)
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য)
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩১) নাসিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (প্রকাশিতব্য)
৩৩) তসলিমা নাদসরিকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন)
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন)
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন)
৩৬) আল ফারক্কুস সরীহ বাইনা তাহাজ্জুদ ওয়াত তারাবীহ (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায) (অনলাইন)
৩৭) ‘আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব’ এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন)

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)]

২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)]

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন)

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়]